বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত®

AGRADOOT

বর্ষ ৬২, সংখ্যা ১২, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৫, ডিসেম্বর ২০১৮

এ সংখ্যায়

- বিজয়ের মাস ডিসেম্বর
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজয়ের প্রাণপুরুষ

- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
- শতবর্ষ রোভার মুট ২০১৮
- একজন রাশিদুলের গল্প

- তথ্য-প্রযুক্তি
- ভ্রমণ কাহিনী
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে

- আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র
অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬২ সংখ্যা ১২
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৫
ডিসেম্বর ২০১৮

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মোঃ আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মোঃ মিরাজ হাওলাদার

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
probangladeshscouts@gmail.com
bsagrodoot@gmail.com

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১; বাঙালি জাতি দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করেছে কাঙ্খিত স্বাধীনতা। শৃঙ্খলমুক্ত বাঙালি জাতি লাভ করেছে বাংলাদেশ নামক একটি ভূখন্ড, সেই সাথে লাল সবুজের পটভূমির পতাকা।

যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ‘বাংলাদেশ’ বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে নিলো। বিজয়ের এ মাসে বাংলা মায়ের সেই সব সূর্য সন্তানদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

বিজয়ের এ মাসে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি আধুনিক বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর দূরদর্শী কর্মপরিকল্পনা, দক্ষতা, সততা এবং ন্যায়পরায়নতার জন্যে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মডেল হিসেবে সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে।

অগ্রদূত এর বিজয়ের এ সংখ্যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজয়ের প্রাণ পুরুষ’ শিরোনামে বিশেষ ফিচার প্রকাশিত হয়েছে। তিনি-ই কেন আমাদের স্বাধীনতার একমাত্র ঘোষক, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে তাঁকে কেন ইতিহাস স্মরণে রাখবে তার যৌক্তিক উপস্থাপনা রয়েছে উক্ত ফিচারে। নিয়মিত সকল বিভাগসহ ভিন্নমাত্রার নানান লেখায় সমৃদ্ধ এবারের অগ্রদূত পাঠকের মনকে আকর্ষণ ও প্রফুল্ল করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সর্বোপরি অগ্রদূতের সকল পাঠক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি বিজয়ের শুভেচ্ছাসহ শুভ কামনা।

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত
প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

ক্লিক করুন : www.scouts.gov.bd

সূচীপত্র

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর	৩
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজয়ের প্রাণপুরুষ	৪
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৬
শতবর্ষ রোভার মুট ২০১৮	৭
ডেস্কটপ পাবলিশিং অ্যাডভান্স কোর্স	৯
একজন রাশিদুলের গল্প	১১
স্কাউটিং ও যুব সমাজ ঃ নিরাপদ প্রজন্ম	১২
তথ্য-প্রযুক্তি	১৬
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ভ্রমণ কাহিনী : শিক্ষা সফর ভূটান-দার্জিলিং	২৫
স্বাস্থ্য কথা	২৭
খেলা-ধুলা	২৮
ছড়া-কবিতা	২৯
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	৩০
স্বদেশ বিবৃতি	৩১
স্কাউট সংবাদ	৩২
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com, probangladeshscouts@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর

অগ্রদূত প্রতিবেদন

বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের এই ডিসেম্বর মাসে বাঙালি জাতির জীবনে নিয়ে এসেছিল এক মহান অর্জনের আনন্দ। একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয় বাংলাদেশ। এদিন বিশ্বের বুকে রচিত হয় এক নতুন ইতিহাস। বাংলাদেশের নামে মানচিত্র রচনা করার ইতিহাস। পাকিস্তানিদের দ্বারা সুদীর্ঘ ২৩ বছরের শোষণ, বঞ্চনা আর অত্যাচার-নির্যাতনের সমাপ্তি ঘটে বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে। তাই ডিসেম্বর যেমনি বীরত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর। স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে কারান্তরিন করে হানাদার বাহিনী। শুরু হয় ইতিহাসের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। এরপরই শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা প্রতিরোধ। দেশকে স্বাধীন ও মুক্ত করার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে নানা বয়স, শ্রেণি ও পেশার নারী-পুরুষ। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ শেষে ৩০ লাখ শহীদের রক্ত ও ২ লাখ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৬ই ডিসেম্বর আসে মুক্তির স্বাদ। এদিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানিদের আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সূচিত হয় বাঙালির বিজয়। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ এবং মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরাজয়ের খবর ভেসে আসতে থাকে চারদিক থেকে। মুক্তিযুদ্ধের পুরো ৯ মাস ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালালেও ডিসেম্বরে বিজয়ের শেষ সময়ে এসে পাকিস্তানি বাহিনী দেশকে মেধাশূন্য করতে এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যায় মেতে ওঠে। তালিকা করে তারা একে একে হত্যা করে দেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, সাংবাদিকদের। তাই বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে প্রতি বছরের ১৪ই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময়ে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেও শেষ রক্ষা হয়নি হানাদারদের। শেষ পর্যন্ত ১৬ই ডিসেম্বরেই পর্যুদস্ত হতে হয় তাদের। এরপর স্বাধীন স্বভূমে ফিরে আসে ভারতের শিবিরে শরণার্থী হিসেবে বসবাস করা প্রায় কোটি নর নারী। প্রবাসী মুজিবনগর সরকারও দেশে ফিরে এসে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেয়।

প্রতিবছর বিজয়ের মাস ডিসেম্বর এলে জাতি যেমন আনন্দে উদ্বেলিত হয়, তেমনি শোকে মুহ্যমান হয়ে স্মরণ করেন শহীদদের। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন মাসব্যাপী নানা কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে শহীদদের স্মরণে দোয়া ও প্রার্থনা, আলোচনা সভা, বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজ, র‍্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচি। মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও তাদের শৌর্যবীর্যের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২০০৪ সালের ১২ই জানুয়ারি রাজধানীর পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ থেকে প্রতি বছরের ১লা ডিসেম্বরকে মুক্তিযোদ্ধা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজয়ের প্রাণপুরুষ

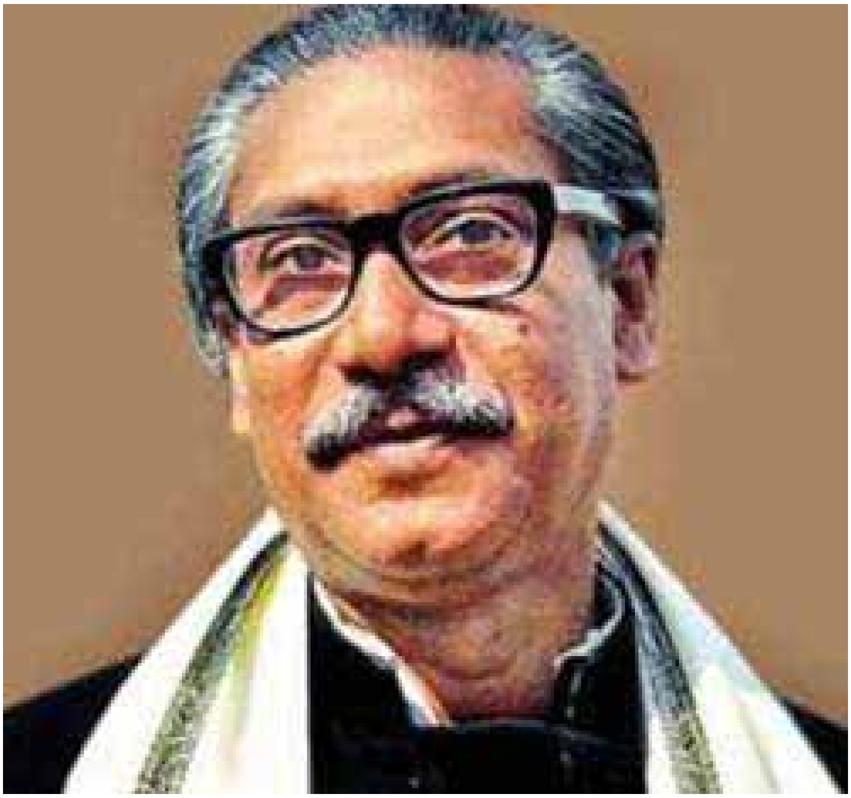

বাংলার বিজয় সত্যিকার অর্থে হাজার বছরের সাধনার ফসল, যার মহানায়ক ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিজয় ছিনিয়ে আনার পর এর প্রজ্বলিত শিখায় যার নাম ফুটে ওঠে, বিজয়ের প্রাণপুরুষ তারই হওয়া স্বাভাবিক। কালের পরিক্রমায় পরাধীন বাঙালি জাতিকে মুক্তির গান শোনাতে, স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে যিনি ছুটেছেন দেশের ধনী-দরিদ্র, বুদ্ধিজীবী, লেখক-প্রাবন্ধী-গবেষক, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজকে সঙ্গে নিয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। পথেঘাটে, গ্রাম-গ্রামাঞ্চলে, জেলায়, উপজেলায়, শহরে-বন্দরে পরিভ্রমণ করেছেন আর ঘুমন্ত মানুষের মনে মুক্তির স্বপ্নবীজ বপন করেছেন– আলোচনা, বিবৃতি, প্রতিবাদ ও বক্তৃতার মাধ্যমে। আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে অতিসংক্ষেপে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধেও বিজয় অর্জনের যিনি ছিলেন প্রাণপরুষ সেই মহামানব সম্পর্কে কিছু কথা আলোচিত হবে। মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম হঠাৎ করে জেগে ওঠার কোনো ঘটনা নয়। সত্যিকার অর্থে এটা একটি জাতির আশা-আকাঙ্খার গতিপথে দীর্ঘদিন থেকে ধাপে ধাপে তিল তিল করে গড়ে ওঠা আন্দোলন-সংগ্রামের এক চূড়ান্ত রূপায়ণ। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকার থেকে স্বাধিকার, স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে সেই সংগ্রামই মুক্তির সংগ্রাম তথা স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহণ করেছিল। একজন অজ্ঞাত অখ্যাত মানুষের মুখে উচ্চারিত ঘোষণা শুনে একটি ভূখন্ডের পুরো জাতি স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। এ ধরনের আজব ইতিহাস বিশ্বের কোথাও নেই। শুধু বাংলাদেশের কতিপয় চিহ্নিত মানুষ তাদের ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থে এ ধরনের একটি গাঁজাখুরি ইতিহাস সৃষ্টির জন্য বিগত বহু বছর ধরে অপচেষ্টায় লিপ্ত। এ কারণেই আমার বিনীত অভিমত হলো–একশ্রেণির জ্ঞানপাপী একজন সেক্টর কমান্ডারকে মুক্তিযুদ্ধে বা স্বাধীনতার ঘোষক বানাতে গিয়ে আমাদের মহান মুক্তির স্বাধীনতার দীর্ঘ গৌরবগাথা ইতিহাসকে শুধু ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়।

স্বাধীনতার সুদীর্ঘ ইতিহাসকে ৯ মাসের মধ্যে সংকুচিত করতে চান, তাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলা যায়– দ্বিজাতিতত্ত্বের মতো একটি ভ্রান্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামের অবাস্তব রাষ্ট্র জন্মলাভের পর থেকেই মূলত শুরু হয়েছিল আমাদের মহান মুক্তিসংগ্রাম। এক কথায় পাকিস্তান কায়েমের সংগ্রাম যেখানে শেষ, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মহৎ স্বপ্নের সেখানেই শুরু। আর এই সুদীর্ঘ নিরন্তর প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু তথা প্রাণপুরুষ ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যার হাতিয়ার ছিল তারই নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও তার বিশাল কর্মীবাহিনী। বাঙালি জাতির মুক্তি তথা স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানীসহ মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার ও প্রবাসী সরকারের অবদান অনস্বীকার্য। সর্বোপরি যুদ্ধকালীন ইন্দিরা গান্ধীর ভারতের জনগণের অবদানের কথা স্বীকার না করলে জাতি হিসেবে আমরা অকৃতজ্ঞতার নোংরা অভিযোগে অভিযুক্ত হতে বাধ্য।

ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ তার প্রাণপ্রিয় স্বাধীন স্বদেশ ভূমিতে পদার্পণ করে যখন কান্নাজড়িত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন– "আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে।" তখনই বাঙালি জাতি মূলত তাদের বিজয়ের পরিপূর্ণ

স্বাদ প্রথমবারের মতো উপভোগ করতে পেরেছিল। এখানে যে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হওয়া দরকার, তা হলো বঙ্গবন্ধু যেমন এই পরাধীন বাংলার মাটি ও মানুষকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালবেসে তাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়ে ছিলেন কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতি ও তাদের মুক্তির দিশারী, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বিবর্জিত স্বাধীনতা কখনো কামনা করেনি। যার স্বাক্ষর বাঙালি জাতি তাদের ইতিহাসের অগ্নিপরীক্ষার সময় বারবার স্পষ্ট করে রেখে গেছে। বঙ্গবন্ধুর প্রয়োজনে তারা সর্বদা অতন্দ্র প্রহরীর মতো সাড়া দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ওপর যখনই পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের নির্যাতনের স্টিমরোলার কিংবা ষড়যন্ত্রের হিংস্র থাবা নেমে এসেছে তখনই বাঙালি জাতি প্রতিবাদের আগুনে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর মূল্য বাংলাদেশের চেয়ে তাদের কাছে কোনো অংশে কম ছিল না। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শব্দ দুটো তাদের কাছে অভিন্ন বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়– বঙ্গবন্ধু এবং বাঙালি জাতি এই দুটো আলাদা সত্তা, সে সময় অভিন্ন শক্তিতে একাকার হয়ে গিয়েছিল বলেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। তাঁর কণ্ঠেই সেদিন কোটি কোটি বাঙালির কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তাই এক মুজিবকে বন্দি করলেও তাঁর অতুল স্পর্শে সৃষ্ট লাখো কোটি মুক্ত মুজিব বাংলার শ্যামল প্রান্তরে দখলদার পাকসেনাদের নির্মমভাবে পরাজিত করেছিল এবং তাদের চির চাওয়া স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে এনেছিল। ইতিহাসের পাতা থেকে পাওয়া যায় যে, 'বঙ্গবন্ধু' এবং 'বাঙালি জাতি' এই দুটো সত্তার সফল মহামিলনের ফলেই হলো আজকের স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'। তাই বঙ্গবন্ধু, বাঙালি এবং বাংলাদেশ এই শব্দগুলো যেমন সমার্থক তেমনি বাঙালি জাতির দীর্ঘ ও নিরন্তর মুক্তিসংগ্রামের সফল গতিপথের নির্ধারক এবং নেতৃত্বদানকারী মহান নেতা হিসেবে এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বাঙালি জাতির অর্জিত বিজয়ের প্রাণপুরুষ আর কেউ নন, তিনি বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির জনক, স্বাধীনতার মহান স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সফল রূপকার তথা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

■ লেখক: মো. ইসরাফিল আলম, এমপি
আমাদের সময় পত্রিকার অনলাইন সংস্করণ থেকে সংগৃহিত

> "এই স্বাধীনতা তখনি আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে, যেদিন বাংলার কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে "
>
> –বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৪০তম কমিশনার কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালনায় ১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৮, জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনারগণের অংশগ্রহণে ৪০তম কমিশনার কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিভিন্ন বিভাগের ৪০ জন জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনার প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) স্কাউটার মোঃ মহসিন, এলটি।

১৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান প্রধান অতিথি হিসেবে কোর্সের উদ্বোধন করেন। ১৪ ডিসেম্বর কমিশনার নাইটে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং এসডিজি বিষয়ক একটি সেশন পরিচালনা করেন। কোর্সে কমিশনারদের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে সার্বিকভাবে বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করা হয়। জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

প্রশিক্ষণ বিভাগের ষান্মাসিক মূল্যায়ন সভা

বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় ১ ডিসেম্বর ২০১৮ জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে প্রশিক্ষণ বিভাগের উদ্যোগে ষান্মাসিক মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় প্রশিক্ষণ কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ মহসিন এলটি ও জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস মূল্যায়ন সভায় সভাপতিত্ব করেন। জাতীয় প্রশিক্ষণ কমিটির সদস্যগণ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সম্পাদক, আঞ্চলিক পরিচালক ও উপ পরিচালকগণ ষান্মাসিক মূল্যায়ন সভায় অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ বিভাগের বিগত ০৬ (ছয়) মাসের কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। কোর্সসমূহ বাস্তবায়ন, হিসাব ও কোর্স রিপোর্ট, কোর্সসমূহ আয়োজনের অন্তরায়, চ্যালেঞ্জসমূহ বিষয়ে ও সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালনায় ৮ ডিসেম্বর ২০১৮, বিদ্যুৎ ভবন, ঢাকায় বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক সদস্যদের অংশগ্রহণে স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে বিসিএস এর বিভিন্ন ক্যাডারের ১৬০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। তিনি স্কাউটিং এর মৌলিক বিষয়ে একটি সেশন পরিচালনা করেন, এছাড়াও এসডিজি নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

কোর্সে জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, জাতীয় কমিশনার (আন্তার্জাতিক), জনাব আখতারুজজামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), প্রফেসর ডাঃ সৈয়দুল ইসলাম মল্লিক, সভাপতি, অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস বিষয়ক জাতীয় কমিটি, জনাব এ কে এম ইসতিয়াক হোসাইন, সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসাইন, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), জনাব মাহবুবা খানম, জাতীয় উপ কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং), জনাব তৌহিদ উদ্দিন আহম্মেদ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন।

জনাব সুরাইয়া বেগম, এনডিসি, জাতীয় কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস ও কমিশনার, তথ্য কমিশন এবং সভাপতি, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এবং জনাব নাসরিন আক্তার, মহাসচিব, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স আয়োজন ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

■ প্রতিবেদক: মো ইকবাল হাসান
সহকারি পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

শতবর্ষ রোভার মুট ২০১৮

২০১৮ সাল রোভার স্কাউটিং-এর শতবর্ষ অতিক্রম করছে। স্কাউটিং হল কিশোর, তরুণ এবং যুব বয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক আন্দোলন। ১৯০৭ সালে রবার্ট স্টিফেনশ স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল (বি.পি.) এই আন্দোলনের সূচনা করেন। রোভার স্কাউট হল স্কাউটিং এর বয়োজ্যেষ্ঠ শাখা। রোভারিং এর শতবর্ষ উদযাপনে বাংলাদেশ স্কাউটস ও বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। রোভারিং এর শতবর্ষের অংশ হিসেবে ০৩ থেকে ০৮ ডিসেম্বর ২০১৮ রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাহাদুরপুর, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয় "শতবর্ষ রোভার মুট"। মুটে অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউটরা ৮ টি চ্যালেঞ্জ (১.সু-প্রভাত, ২.তাঁবু কলা, ৩.হাইকিং, ৪.ইয়ুথ ভয়েস, ৫.বাঁধা অতিক্রম ও দক্ষতা, ৬.সমাজ সেবা, ৭.শিক্ষা সফর এবং ৮. তাঁবু জলসা) ও কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যস্ত সময় পার করে। এছাড়াও এমওপি এবং এসডব্লিও বিষয়ক সেমিনার, কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, মহা তাঁবুজলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউটরা নতুন বিষয় রপ্ত করে এবং হাতে কলমে তা প্রয়োগের সুযোগ পায়। শতবর্ষ রোভার মুটে দেশের সকল জেলা থেকে ১৯৬টি ইউনিট ও ভারতীয় ১টি ইউনিট অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১৬৩টি রোভার স্কাউট ইউনিট এবং ৩৪টি গার্ল-ইন-রোভার ইউনিট। ভারত থেকে তিন সদস্যের একটি দল অংশগ্রহণ করে। যে সকল সালসমূহ স্কাউটিং আন্দোলন ও বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মূল অ্যারিনা ও সাব ক্যাম্পসমূহ সে সকল সালের নামে নামকরণ করা হয়। মূল অ্যারিনা ১৮৫৭ স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্তক বি.পি'র জন্ম বছর, মহিলা আবাসন ১৯৯৪ বাংলাদেশে গার্ল-ইন-স্কাউটিং প্রবর্তন বছর, সাব ক্যাম্প ১ঃ ১৯১৮ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বছর, সাব ক্যাম্প ২ঃ ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বছর, সাব ক্যাম্প ৩ঃ ১৯৭২ রোভার স্কাউট সমিতি প্রতিষ্ঠার বছর এবং সাব ক্যাম্প ৪ঃ ২০১৮ রোভার স্কাউটিং প্রতর্বতনের শতবর্ষ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

প্রধান অতিথি হিসেবে শতবর্ষ রোভার মুটের উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য জনাব জাহিদ আহ্সান রাসেল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক জনাব আফজাল হোসেন। অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এবং বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর

ভাইস চ্যান্সেলর ও বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের সভাপতি প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের সম্পাদক ও মুটের চীফ কো-অর্ডিনেটর এ কে এম সেলিম চৌধুরী।

উডব্যাজ রি-ইউনিয়ন

উডব্যাজ রি-ইউনিয়নে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রাক্তন সভাপতি ড. শাহ মোহাম্মদ ফরিদ, প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মহসিন এলটি, বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প) জনাব মোঃ মোহসীন, বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের সহ-সভাপতি প্রফেসর মোঃ আবুল কালাম চৌধুরী।

পিআরএস পুনর্মিলনী

পিআরএস পুনর্মিলনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) জনাব এম এম ফজলুল হক আরিফ। অনুষ্ঠানে

সভাপতিত্ব করেন শতবর্ষ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক জনাব আফজাল হোসেন।

সিডিআরএস ও এক্স আরএস

সিডিআরএস ও এক্স আরএস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ও গ্রোথ) জনাব মুঃ তৌহিদুল ইসলাম। বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস) জনাব ফেরদৌস আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের সহ-সভাপতি প্রফেসর রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

ইন্টারন্যাশনাল নাইট

ইন্টারন্যাশনাল নাইটে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রাক্তন সভাপতি জনাব মোঃ আবদুল করিম। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক) ও সদস্য, এপিআর স্কাউট কমিটি জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান। বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) কাজী নাজমুল হক। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাটস রোভার অঞ্চলের সহ-সভাপতি প্রফেসর মোঃ আবুল কালাম চৌধুরী।

ইয়ুথ পার্লামেন্ট

ইয়ুথ পার্লামেন্ট অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং) জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের সহ-সভাপতি প্রফেসর এম এ বারী।

গ্র্যান্ড ক্যাম্প ফায়ার

গ্র্যান্ড ক্যাম্প ফায়ার অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব মোঃ শাহ কামাল। বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ সৈয়দ গোলাম ফারুক। সভাপতিত্ব করেন শতবর্ষ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক জনাব আফজাল হোসেন। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের সম্পাদক ও মুটের চীফ কো-অর্ডিনেটর এ কে এম সেলিম চৌধুরী।

■ প্রতিবেদক: আওলাদ মারুফ
সহ-সম্পাদক
অগ্রদূত

ডেস্কটপ পাবলিশিং অ্যাডভান্স কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস এর জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় ২০ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ জাতীয় স্কাউট ভবনের শামস হলে তিন দিনব্যাপী "ডেস্কটপ পাবলিশিং বিষয়ক অ্যাডভান্স" কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে ২৫ জন ইয়াং লিডার ও রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করেন। কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস।

২০ তারিখে কোর্সের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও মাননীয় কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। কোর্সে রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব কে এম ইউসুফ আলী লিপন, জনাব মোঃ রেদওয়ানুর রহমান। কোর্সে টাইপিং স্কিল, ডিজাইন ও মাপ, ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন, কাগজের মাপ, ক্যাশমেমো/ ভাউচার/ব্যানার ডিজাইন, বিভিন্ন মূদ্রণ পদ্ধতি, লেটারহেড প্যাড, ইনভেলপ ডিজাইন, ক্যাম্প পরিপত্রের পেজ মেকাপ ও পিডিএফ/ জেপিজি ফরমেটে ট্রান্সফার, লিফলেট ও পোস্টার তৈরি, বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকীয় ও ছবির পৃষ্ঠা তৈরি, নিউজ লেটার তৈরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ২৩ তারিখে জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন এবং কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

মানসিক স্বাস্থ্য এবং মনঃস্তাত্ত্বিক সহযোগিতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জনসাধারণের শারীরিক ও মানসিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ঢাকা আর্থকোইক এন্ড ইমার্জেন্সী প্রিপারেডনেস (ডিইইপি) প্রজেক্টের আওয়তায় ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর দুই দিনব্যাপী 'মেন্টাল হেলথ এন্ড সাইকোসোশ্যাল সাপোর্ট ইন ইমার্জেন্সি ফর রোভার স্কাউট" শীর্ষক প্রশিক্ষণ দিয়েছে যৌথভাবে বাংলাদেশ স্কাউটস ও এ্যাকশন এ্যাগেনেইস্ট হাঙ্গার। ২০ ডিসেম্বর রাজধানীর বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) সভা কক্ষে দুই দিনব্যাপি এই প্রশিক্ষণের সমাপনি ও সদন বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

১৯ ডিসেম্বর প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন এবং ২০ ডিসেম্বর সমাপনি অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: শাহ্ কামাল। সভাপতিত্ব করেন কোর্স পরিচালক, ব্যানবেইস-এর মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় উপ-কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব মো: ফসিউল্লাহ্। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা এবং এ্যাকশন এ্যাগেনেইস্ট হাঙ্গারের কর্মকর্তা ও সেশন পরিচালক মোসা: মুক্তা জাহান বানু।

বাংলাদেশ স্কাউটসের রোভার, এয়ার, নৌ ও রেলওয়ে অঞ্চলের ৩০ জন রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। কোর্সে অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউটরা দুর্যোগকলীন সময়ে মানসিক অবস্থা, যোগাযোগ, প্রাথমিক প্রতিবিধান, আত্মরক্ষা, আক্রান্ত ব্যক্তির মানসিক প্রেষণা ইত্যাদি বিষয়ে হাতে-কলমে এবং উপদল ভিত্তিক আলোচনা মাধ্যমে সাম্যক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন।

একজন রাশিদুলের গল্প

ছোট্ট একটি গ্রাম নগদটারী চর। ধরলা নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছে এই জনপদ। লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলার মোঘলহাট ইউনিয়ন এর এই গ্রামে ধরলা নদীর ভাঙ্গনে নিঃস্ব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বসবাস। এ যেন এক পল্লীর রাজধানী !

এই জনপদের মানুষদের জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে ঢাকার মতিঝিল এর একটি ছোট্ট স্কাউট দল নাম ক্রিস্টাল ওপেন স্কাউটস । দলটির উদ্যোগে চরবাসীদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়াতে ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে এই গ্রামে স্থাপিত হয় স্মৃতি রায় ক্রিস্টাল ওপেন স্কাউটস প্রাথমিক বিদ্যালয়।

এই বিদ্যাপীঠ এর শতভাগ শিক্ষার্থী নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। তিন বেলা পেট পুড়ে খাবার মতন সামর্থ তাদের নেই। মাংস পোলাও এর স্বাদ নেয়া তো ওদের জন্য রূপকথার কথকতা! এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বছরে অন্তত চার বার মাংস পোলাও খাবারের ব্যবস্থা করে ঢাকার ওই ছোট্ট স্কাউট দলটি।

১৭ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ সকাল ১১ টা, সেই বিদ্যালয়টির কার্যক্রম দেখতে নগদটারীর চরে উপস্থিত হই। বিদ্যালয় জুড়ে একটা উৎসব উৎসব আমেজ। বিদ্যালয়ের মাঠে রঙিন ছামিয়ানা টানানো হয়েছে। মাঠের এক কোনায় রান্নার আয়োজন চলছে। রান্না হচ্ছে মাটির চুলায়। মাংস পোলাও এর মঁমঁ গন্ধ ভেসে আসছে নাকে।

রান্না শেষে ভর দুপুরে খাবারের আয়োজন হবে। প্রায় ১৫০ জন এর খাওয়া দাওয়া সামলে নেয়ার মতন তেমন বয়োজ্যেষ্ঠ কাউকে চোখে পড়ছে না । যারা আছেন তাদের মধ্যে বিদ্যালয়ের পাঁচজন শিক্ষিকা ওই যা। এত জন শিক্ষার্থী তার উপর আমাদের জনা দশেকের একটি পরিদর্শন দল, বিদ্যালয়ের সুহৃদ, শিক্ষক মিলিয়ে প্রায় ২০০+।

সব দেখে যাচ্ছি কিন্তু চুপচাপ আছি। দেখি না শেষ অবধি কি হয়! বেলা ২ টা নাগাদ দেখি মাঠে সারি সারি বেঞ্চ রাখা হয়েছে। খাবারগুলো ঠিক জায়গামতন আনা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সবাই থালা গ্লাস নিয়ে পরিপাটি হয়ে বসে গেছে এক সাথে। কিন্তু একটা বিষয় দেখে রীতিমতন অবাক হয়ে গেছি। এই কর্মযজ্ঞের পুরো সমাধা করছে এই বিদ্যালয়ের জনা পাঁচেক ক্ষুদে শিক্ষার্থী। যারা নিতান্তই কর্মযোগী বৈকি !

কর্মযোগী শিক্ষার্থীদের দলনেতা রাশিদুল। বিদ্যালয়টির ৩য় শ্রেণিতে পড়ে সে। সুনিপুণ দক্ষতায় পুরো খাওয়ার আয়োজনের পরিচালক এই ক্ষুদে শিক্ষার্থী। কার কতটুকু খাবার প্রয়োজন, কার জল লাগবে কার লবন কার বা ডাল লাগবে সব, সব বলে বলে দিচ্ছে তার সহযোগীদের। ওরাও তার কথা মতন কাজ করে যাচ্ছে। প্রাণোচ্ছলতা আর উচ্ছ্বাস ওদের চোখে মুখে...

সবার খাওয়া শেষ, রশিদুল খেতে বসেছে সবার শেষে। ওর কাছে জানতে চাইলাম, তুমি সবার শেষে খেতে বসেছ কেন ? ওর সোজাসুজি উত্তর, সবার খাওয়া শেষ না হলি আমি খাই কেমন করে....

আমি মনে মনে ভাবতে থাকি একজন দক্ষ দলনেতার মনোভাব এমনই তো হওয়া উচিত। এইতো নেতৃত্ব ! যুগে যুগে ওদের মতন রশিদুলরাই হাল ধরেছে ভেঙে পড়া সমাজের। সমাজে জাগিয়েছি আশার আলো।

রাশিদুলরা জেগে উঠুক। গেয়ে উঠুক জীবনের জয়গান। ওদের জন্য শুভকামনা অফুরান...

জয়তু রাশিদুলেরা, জয়তু ক্রিস্টাল ওপেন স্কাউটস

■ লেখক: জন্মজয় কুমার দাশ
সদস্য, মিডিয়া টিম
বাংলাদেশ স্কাউটস

ফিচার

স্কাউটিং ও যুব সমাজ ঃ নিরাপদ প্রজন্ম

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের সততা, কর্তব্য নিষ্ঠা ও দেশপ্রেম বয়ে আনতে পারে দেশময় শান্তি, কল্যাণ প্রসারে, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে, ভবিষ্যতের অনাগত দিনকে করতে পারে সৌন্দর্য মন্ডিত ও আলোকিত। কিন্তু কিছু ছেলে-মেয়ে লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ হারিয়ে উদ্যাম নাচ, গান, টি.ভি, ভি.সি.আর, সিনেমা, মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক ও ইউটিউবের অপব্যবহারে লেখাপড়ার প্রতি উৎসাহ হাড়িয়ে বিপথগামী হয়ে গেছে। এমনকি বিভিন্ন প্রকার নেশার প্রতি আসক্ত হয়ে সুস্থ্য জীবন যাপনের সুন্দর পথ পরিহার করে- নিশ্চিত অন্ধকার পথে হাঁটছে। মা-বাবার এহেন অবাধ্য সন্তান, স্কুল কলেজের শান্তি মুক্তির সুযোগে, হয়ে উঠছে বেপরোয়া। চলমান বাঁধাহীন সমাজ ব্যবস্থায়, রাজনীতির অদৃশ্য হাতছানির ঈশারায়- কেহ কেহ আজ সন্ত্রাসী, আত্মঘাতী জঙ্গী। আবার কেহ কেহ ধর্মান্ধদের পরশে সমাজ ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তনের ভ্রান্ত পথের জেহাদী। পরিণতিতে- বাবা-মায়ের আদরের ধন সন্তানটির দ্বারা সুখের সংসারের শান্তি বিনষ্ট, স্কুলের শিক্ষা বান্ধব পরিবেশ বিঘ্নিত। কোথাও কোথাও বাবা-মা প্রহারিত, শিক্ষক লাঞ্ছিত, নারীরা নির্যাতিত ও ধর্ষিত। কিশোর ও যুব সমাজের অস্থিরতা ও হানাহানির ফলে খুন-খারাবী ও রাহাজানির মত ভয়ঙ্কর কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থাকার সচিত্র সংবাদ দেখতে পাই পত্র পত্রিকায় আর টি.ভি চ্যানেল গুলিতে। অসুস্থ্য রাজনীতির ধারা বাহিকতায়- পেট্রোল বোমা মেরে মানুষ পোড়ানোর যে চিত্র দৈনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ভয়াবহতা আমাদের দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। বেকারত্ব আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারময় জীবনে যখন পথের দিশা হারাচ্ছে। ঠিক সে সময় যুব বয়সী জঙ্গীদের ব্যর্থ বা মিথ্যা জেহাদের পরাজয়ের করুন পরিনতি জেনেও ক্ষনিকের রোমাঞ্চ বা পার্থিব জগতের মোহ ভেঙ্গে অপার্থিব জগতের পরম সুখের আশায়, যেভাবে আত্মঘাতী মৃত্যুর যে বিভিষিকা দেখা গিয়েছে- তাতে বোঝা যায়, কিশোর অপরাধও দিন দিন অপ্রতিরোধ্য ভাবে বেড়েই চলছে। আরো দুঃশ্চিন্তার বিষয় এ সকল কিশোর অপরাধীর বয়স ১২ থেকে ২০ বছর। এ কারণে অভিভাবক মহল তাদের সন্তানদের শিক্ষাঙ্গনে পাঠিয়ে বড়ই পেরেশানীতে থাকেন। শিশু অপহরণের ভয়ে মা-বাবা তটস্থ। এমতাবস্থায় নিজ সন্তানের তথা দেশের মঙ্গলার্থে অভিভাবকদের সচেতনাতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে। নিজ নিজ সন্তানকে সুস্থ্য ও মননশীল জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চায় বেশী করে মনোনিবেশ করানো উচিত বলে বিজ্ঞজনেরা মনে করেন। এ ক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল ভূমিকা রাখতে পারে স্কাউটিং।

কিশোর অপরাধ প্রবনতা ও যুব অসন্তোষ বৃদ্ধি রোধের প্রেক্ষাপটে ও সামাজিক অবক্ষয় রোধের বাস্তবতার আলোকে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কাউটিং- যুববয়সীদের চরিত্র গঠনের ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের সময়োপযোগি এবং প্রচলিত শিক্ষার সম্পুরক অরাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক শিক্ষামূলক একটি যুব আন্দোলন। এ আন্দোলন প্রতিটি স্কুলের ইউনিটভুক্ত সকল কিশোর ও যুবকদের অনুগত, সাহসী, স্বাবলম্বী, পরোপকারী, দেশপ্রেমিক, ধর্ম পরায়ন এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হতে সাহায্য করে। এক কথায় তাদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন তথা জীবন পথের পাথেয় 'চরিত্র' গঠনের সহায়ক ভূমিকা রাখে। আদর্শগতভাবে স্কাউটিং এর মাধ্যমে প্রত্যেক বালক-বালিকা তাদের মানসিক চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় ও সংশোধন যোগ্য কাজে অনুপ্রাণিত হতে পারে। হতে পারে সক্ষম, দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক। যেখানে প্রতিটি বালক-বালিকা তার নিজস্ব মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সমর্থ হবে।

মুক্তাঙ্গনে বৈচিত্রময় কর্মসূচির মাধ্যমে বালক-বালিকাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয় ক্যাম্পুরী, জাম্বুরী ও মুট। তাতে নিজ নিজ জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটিয়ে যোগ্যতা প্রদর্শনের মাধ্যমে দক্ষ নেতৃত্ব দানে সক্ষম হয় বালক-বালিকারা। তাঁবু বাস স্কাউটিং জীবনকে সুন্দর ও পরিপাটি করে গড়ে তোলে। সৃষ্টি করে গতিশীলতা, আর তৈরি করে সৃষ্টিধর্মী মানসিকতা ও সাহসিকতা। নিশ্চিত করে বলা যায়, একজন শিশু- শুরুতে কাব স্কাউট, অনুশীলনে স্কাউট এবং সেবায় রোভার স্কাউট জীবনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ জীবন গড়তে সক্ষম হয়। সে কখনও মিথ্যা কথা বলতে পারে না, হতে পারে না সন্ত্রাসী, করতে পারে না রাহাজানি। স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন তাকে ধীরে ধীরে সুন্দর করে গড়ে তোলে। যার ফলশ্রুতিতে একজন স্কাউট উত্তর কালে ব্যক্তি জীবনে তথা সমাজ জীবনে হয় স্বাবলম্বী ও প্রতিশ্রুতিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সে হতে পারে না পরধন লোভে মত্ত বা সরকারি সম্পদ লুণ্ঠনে অপরাজেয় রাজা বা মন্ত্রী। হতে পারেনা সমাজ জীবনে দাদাগিরি মত জঞ্জাল বা ভয়ঙ্কর রূপী বড় ভাই। আত্মসচেতন বালক-বালিকারা কখনও গুজবে কান দিবে না বা রাষ্ট্রের অনিষ্ট সাধন করতে পারে না।

আজ থেকে শত বর্ষ আগে ১৯০৭ সালে ১ আগষ্ট দক্ষিণ ইংল্যান্ডের পুল হারবারের ব্রাউন সী দ্বীপে মাত্র ২০ জন বালককে নিয়ে 'পরীক্ষা মূলক ক্যাম্প' স্কাউটিংয়ে যে নবীন আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছিল, বর্তমানে সে স্কাউটিং বিশ্বের সবচেয়ে বড় শিশু-কিশোর-যুব আন্দেলনে পরিণত হয়েছে। এ আন্দোলনে বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার কমবেশী ১৩ লক্ষ বালক-বালিকা যুক্ত আছে। ২০২১ সালে ২১লক্ষ স্কাউট তৈরিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে।

একবিংশ শতাব্দীর অবক্ষয়কে, যুব অসন্তোষকে বা সন্ত্রাসকে চ্যালেঞ্জ করে বিশ্বায়নের সাথে তালে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী ও টেকসই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তুলতে, ডিজিটার বাংলাদেশ বিনির্মাণে, ২০৪১ সালে উন্নত রাষ্ট্রের পরীক্ষিত সৈনিক হতে ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের স্বার্থে স্কাউটিং আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে অভিভাবকদের উচিত তাদের সন্তানদের বখে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে, বিপদগামী হওয়া থেকে রক্ষা করতে, আকাশ সংস্কৃতির অপব্যবহারের হাত থেকে সচেতন হতে স্কাউটিং আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা। তাহলেই সুস্থ্য পরিবার তথা দুর্নীতি মুক্ত দেশ ও নিরাপদ ভবিষ্যতের আশা করা যেতে পারে।

■ লেখক: তুষার কান্তি চৌধুরী, এল.টি
আঞ্চলিক উপ কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি মধ্য আয়ের উন্নয়নশীল এবং স্থিতিশীল অর্থনীতি। একটা সময় বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহে বেশ কিছু নেতিবাচক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা হতো; যেমন মধ্যমহারের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি, পরিব্যাপ্ত দারিদ্র্য, আয় বন্টনে অসমতা, শ্রমশক্তির উল্লেখযোগ্য বেকারত্ব, জ্বালানির অপ্রতুলতা, খাদ্যশস্যের শূন্য ভান্ডার, মূলধনী যন্ত্রপাতির জন্য আমদানী নির্ভরতা, জাতীয় সঞ্চয়ের নিম্নহার, বৈদেশিক সাহায্যের ওপর ক্রমহ্রাসমান নির্ভরতা এবং কৃষি খাতের সংকোচন, মানহীন সেবা খাত ইত্যাদি ইত্যাদি ।

কিন্তু আশা, প্রেরণা এবং উদ্দীপনার কথা এই যে উপর্যুক্ত অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে ছাপিয়ে বিগত পাঁচ বছরে (২০১৪-২০১৮) বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে প্রভাবশালী ২০ দেশের তালিকায় এসেছে বাংলাদেশ। ২০২২-২৩ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে যেসব দেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে তার মধ্যে বাংলাদেশ থাকবে। ওই সময় বৈশ্বিক জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে এমন শীর্ষ ২০ দেশের তালিকায় ঢুকবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অর্থনীতি সেখানে ১শ ভাগের ১ ভাগ অবদান রাখবে। ভবিষ্যৎ বৈশ্বিক অর্থনীতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ব্লুমবার্গের এক বিশ্লেষণে বাংলাদেশের অর্থনীতির এ সম্ভাবনা উঠে এসেছে।

আইএমএফ বৈশ্বিক অর্থনীতির যে প্রক্ষেপণ প্রকাশ করেছে সেই তথ্যের ভিত্তিতে ব্লুমবার্গ এ বিশেষণ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নতুন চালিকাশক্তির মধ্যে ইরান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশ অন্যতম।

ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২২-২৩ সালে বৈশ্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখবে চীন। চীনের অবদান থ াকবে সবচেয়ে বেশি, ২৮ দশমিক ৪ শতাংশ। এর পরই রয়েছে ভারত। ওই সময়ে বৈশ্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ভারতের অবদান দাঁড়াবে ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ। এর পরই রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ক্ষমতাধর এই দেশটির অবদান থাকবে ৮ দশমিক ৫ শতাংশ। এর পরই রয়েছে ইন্দোনেশিয়া। সমুদ্রবেষ্টিত দেশটির অবদান আশা করা হচ্ছে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। ব্রাজিলের অবদান থাকবে ১ দশমিক ৮ শতাংশ। জার্মানি ও মেক্সিকোর অবদান থাকবে ১ দশমিক ৭ শতাংশ। ১ দশমিক ৬ শতাংশ করে অবদান রাখবে রাশিয়া ও জাপান। মিসরের অবদানের সম্ভাবনা ১ দশমিক ৫ শতাংশ। ১ দশমিক ৩ শতাংশ অবদান থাকার সম্ভাবনা রয়েছে তুরস্ক, ফ্রান্স, ফিলিপাইন, যুক্তরাজ্য ও দক্ষিণ কোরিয়ার। ১ শতাংশ করে অবদান থাকবে সৌদি আরব, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার। এ ছাড়া দশমিক ৯ শতাংশ অবদান রাখবে ভিয়েতনাম। এই ২০টি দেশ থেকে ওই সময়ের মোট জিডিপি প্রবৃদ্ধির ৭৭ দশমিক ৮ শতাংশ আসবে বলে মনে করছে ব্লুমবার্গ। অন্য দেশ থেকে আসবে বাকি ২২ দশমিক ২ শতাংশ।

আইএমএফ মনে করে, ২০১৮-২০ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি হবে। ২০২১ থেকে ২৩ সাল পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি হবে ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে এশিয়ান টাইগার। এ দেশের অর্থনীতি আরও অনেক মজবুত হবে, আরও শক্তিশালী হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এখন যে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে তা ২০৫০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কারণ বাংলাদেশের রয়েছে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। কর্মক্ষম জনসংখ্যার এই সুফল ২০৬১ সাল পর্যন্ত থাকবে। এ ছাড়া আগে প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা কম ছিল। এখন প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা বেড়েছে। বর্তমানে শিক্ষিত তরুণদের ৫৫ শতাংশ প্রযুক্তিতে দক্ষতাসম্পন্ন। এখন ইংরেজি শিক্ষায় জোর দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনার দিক থেকেও এগিয়ে। দেশের মানুষও বুদ্ধিদীপ্ত ও পরিশ্রমী। এ ছাড়া এতদিন ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল উত্তর-দক্ষিণ, এখন তা দক্ষিণ-দক্ষিণ হচ্ছে। বিশ্বের বড় অর্থনীতির দেশ যেমন চীন, ভারত, জাপান, ইন্দোনেশিয়া সহ সকল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী দেশসমূহ বাংলাদেশে তাদের অংশীদারি বাণিজ্যের প্রসার ঘটাচ্ছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এর অন্যতম কারণ। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের দূরদর্শী কর্ম পরিকল্পনা , অবকাঠামোগত উন্নয়ন, উদার বানিজ্যনীতি, আধুনিক অর্থনীতির কৌশল অবলম্বন,অবলম্বন, অবলম্বন, জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর, বিশ্বের সকল দেশের সাথে সৌহার্দপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি অগ্রসরমান হচ্ছে । সব মিলিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবদান নিয়মিত বাড়ছে ।

বিশ্বের ১৮৮টি দেশের ওপর তৈরি এ প্রতিবেদনে আইএমএফ বলেছে, চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে ৭ দশমিক ১ শতাংশ। আরও কয়েকটি বৈশ্বিক সংস্থার চোখেও বাংলাদেশের অর্থনীতির অনেক বড় সম্ভাবনা উঠে এসেছে। সম্প্রতি এইচএসবিসি এক প্রতিবেদনে বলেছে, ২০৩০ সাল নাগাদ যেসব দেশের অর্থনীতির আকার দ্রুত বাড়বে, সেই তালিকায় বাংলাদেশ রয়েছে সবার ওপরে।

এইচএসবিসি বলেছে, বিশ্বের উন্নত, উন্নয়নশীল ও উদীয়মান ৭৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের জিডিপি সবচেয়ে বেশি হারে বাড়বে। জিডিপির আকার বিবেচনায় বর্তমানে বিশ্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি ৪২তম। ২০৩০ সালে ১৬ ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশ উঠে আসবে ২৬তম অবস্থানে। ফিলিপাইন, পাকিস্তান, মালয়েশিয়াসহ অনেক দেশকে ২০৩০ সালে ছাড়িয়ে যাবে বাংলাদেশ।

■ রোভার মৃত্যুঞ্জয় দাশ প্রবাল
সরকারী তিতুমীর কলেজ রোভার স্কাউট ইউনিট
ঢাকা জেলা রোভার।

কি করবে ওরা?

রাজধানীর উঠতি বড়লোকদের আবাসিক এলাকা উত্তরা। এখানকার একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র দ্বীপ। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে সে। তার বাবা সারাদিন বাইরে থাকেন। মা ঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত। তার স্কুলে ক্রিকেট, বাস্কেটবল, সাঁতার, দাবা, ফুটবলসহ নানা রকম খেলাধুলা হয়, টুর্নামেন্ট হয়। কিন্তু সে কোন খেলাই পারে না। ফলে সে সব খেলায় নাম লেখালেও মাঠের সাইড লাইনে বসে থাকা ছাড়া তার কিছুই করার থাকে না। তার বাসার আশপাশে কোন খেলার মাঠ নেই, নেই খেলার সাথীও। কিভাবে সে খেলা শিখবে? বাবা বাসায় ফিরেন রাতে। সে ক্রিকেট ব্যাট, বল নিয়ে অপেক্ষা করে কখন বাবা ফিরবে? এক চিলতে ড্রইং রুমে ক্রিকেট খেলবে। মাঝে মাঝে দীপের বলের আঘাতে ঘরের তৈজস পত্র ভেঙ্গে যায়। মা বকেন "ঘরের ভিতর ক্রিকেট খেলে সব জিনিষপত্র ভেঙ্গে শেষ করে ফেললে। ঘরের ভেতর খেলা বন্ধ করো"। বাবার অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে কখন যেন সে ঘুমিয়ে যায়। ভোর বেলা উঠে আবার স্কুলে ছুটতে হয়। দ্বীপের বাবা কামরুল সাহেব গভীর রাতে বাড়ি ফিরে ঘুমন্ত ছেলের বালিশের পাশে ব্যাট-বল, আর ট্যাব দেখতে পান। ছেলেটা কি তার ট্যাবের প্রতি আসক্ত হয়ে যাবে? দ্বীপের ভবিষ্যত পথ চলা মসৃন করতে গিয়ে ওর বাবা রাজধানীর ঐ আবাসিক এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন। ঘন বসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকা উত্তরার ১৮টি সেক্টরে বাস করে কমপক্ষে ২০ লাখ মানুষ। যেখানে খেলার মাঠ আছে মাত্র ২টা। ৪ নম্বর সেক্টরে একটা, আর ৩ নম্বরে একটা। দুটি মাত্র খেলার মাঠ থাকলেও দিনের মাত্র ২/৩ ঘন্টা খোলা থাকে। বাকী ২২ঘন্টা থাকে প্রহরীদের পাহাড়ায় এবং তালাবদ্ধ। অর্থাৎ মাঠ দু'টি দিনের ২২ ঘন্টাই শিশু কিশোরদের জন্য নিষিদ্ধ। পার্কের নামে বরাদ্ধকৃত স্থানগুলো দখল করে গড়ে উঠেছে কল্যাণ সমিতি নামের আড্ডাখানা, স্কুল, মসজিদ, গাছপালা লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছে ঝোপ ঝাড়। স্কুলের দখলে থাকা মাঠগুলোও সর্ব সাধারণের জন্য নিষিদ্ধ। বছরে একদিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এত বিশাল বিশাল মাঠগুলো ১৫ফুট উঁচু সীমানা প্রাচীর তুলে ঘিরে রাখতে হয় কেন কে জানে?

মাঠ কমছে ক্রমান্বয়ে আর সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ফ্ল্যাট, নির্মাণ হচ্ছে উঁচু উঁচু ভবন, বাড়ছে মানুষ। কমছে খোলা জায়গা, নেই ক্রীড়া সংঘ, নেই সাংস্কৃতিক চর্চা, নেই চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা, নেই পাবলিক লাইব্রেরী। এক চিলতে জায়গাও নেই যেখানে শিশুরা ছোটা ছুটি করবে। ফলে বাড়ছে অস্থিরতা, বাড়ছে স্থুলতা। পাল্লা দিয়ে টিভি, পত্রিকায় বাড়ছে মাদকের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন নামের প্রচারণা। টিভি, পত্রিকাতে ক্রমাগত বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছে "ধুমপান স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর, মাদকের ছোবলে যুব সমাজ উচ্ছন্নে যাচ্ছে"।

কামরুল সাহেব শুধু ভাবেন, উত্তরার ২০ লাখ মানুষের মধ্যে ১২ লাখ শিশু-কিশোর-যুবক। কি করবে ওরা? কিভাবে কাটবে ওদের অবসর সময়? কি হবে তাদের মন আর মননশীলতার? ওদের নিয়ে কে ভাববে?

■ লেখক: মীর মোহাম্মদ ফারুক
স্কাউটার, সাংবাদিক, লেখক, বাই সাইকেলে বিশ্ব ভ্রমনকারী।

রাজশাহীতে ডিজিটাল মার্কেটিং ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের উদ্যোগে ৩০ নভেম্বর ও ০১ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে সোশ্যাল মিডিয়া বিষয়ক আঞ্চলিক (নিউজ, ফটোগ্রাফী ও স্কাউটিং-এর ডিজিটাল মার্কেটিং) ওয়ার্কশপ এর বাস্তবায়ন করা হয়। ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন রোভার ও রেলওয়ে অঞ্চল এর প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ এবং জেলা পর্যায়ের একজন করে প্রতিনিধি এবং রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ কমিশনারসহ মোট ৩১জন কর্মকর্তা ও রোভার স্কাউট এই ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপ পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব সালেহ আহমদ, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল।

রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব শাফায়াতুল ইসলাম খান, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), জনাব মশিউর রহমান, উপ পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব সত্যরঞ্জন বর্মন, উপ পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল।

ওয়ার্কশপে রিসোর্স পার্সনগণ আলোচনা করেন যথাক্রমে: ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য, একটি সন্তান কেন স্কাউটিং করবে, অভিভাবকদের স্কাউটিংয়ে আকৃষ্ট করার উপায়, স্কাউটিং এর ইমেজ, ব্র্যান্ডিং ও আমাদের করণীয়, স্কাউটিং এর মার্কেটিং ও ডিজিটাল মার্কেটিং, স্কাউটিং এর কি ধরণের গল্প সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার পেতে পারে, সামাজিক যোগাযোগে ব্যবহারের জন্য ছবি নির্বাচন ও সংবাদ/গল্প তৈরি, স্কাউটিং এর স্লোগান কি হতে পারে, ফেসবুক গ্রুপ, ফেসবুক পেইজ ও ইউটিউব খোলা ও ব্যবহার, জাতীয় সদর দফতরের জনসংযোগ , প্রকাশনা ও মার্কেটিংয়ের কার্যক্রম অবহিতকরণ, বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাম্প্রতিক কাজ ও সড়ক নিরাপত্তায় স্কাউটিং, ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত স্ব স্ব জেলা বা অঞ্চলে স্কাউটিং এর ইমজে, ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং এর জন্য করণীয়, অগ্রদূত সংবাদদাতা নিয়োগ ও সক্রিয়করণ পদ্ধতি।

৩০ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, আঞ্চলিক সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী অঞ্চল ও অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন।

হোয়াটসঅ্যাপের ১০টি অজানা ফিচার

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ অন্যতম। তবে এর বেশ কিছু ফিচার রয়েছে যেগুলো এখনও অনেকেই হয়তো জানেন না। এই বিশেষ ফিচারগুলো জানা থাকলে সুবিধা হতে পারে গ্রাহকদেরই।

পিনচ্যাট:
তিনটি পর্যন্ত চ্যাট পিন করে উপরে রাখা যায় এতে। বিশেষ চ্যাট সিলেক্ট করে স্ক্রিনের উপরে পিন আইকনে ক্লিক করলেই হয়ে যাবে এটি। ফের ট্যাপ করে আনপিন করা যায়। আইফোনে ডানদিকে সোয়াইপ করতে হয় আনপিন করতে চাইলে।

হোয়াটসঅ্যাপ ব্লক:
হোয়াটসঅ্যাপ গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন মেনুতে ক্লিক। তারপর সেটিংস, প্রাইভেট সেটিংস, ব্লকড কন্ট্যাক্টস টু ডিসপ্লে অল কনট্যাক্টস দেখাবে। অ্যাড কনট্যাক্টে গিয়ে কনট্যাক্ট সিলেক্ট করলেই ব্লক চেনা নম্বরটি।
অচেনা নম্বরের ক্ষেত্রে চ্যাট খুলে উপরে স্ক্রোল করলেই মিলবে অপশন। ভুল করে ব্লক করে ফেললে ফের ব্লকড কন্ট্যাক্টে গিয়ে সংশ্লিষ্ট নম্বরে লং প্রেস করতে হবে। আইফোন সেটিংসে অ্যাকাউন্ট প্রাইভেসিতে গিয়ে ' ব্লকড'-এ গিয়ে অ্যাড নিউ অপশনে ক্লিক করতে হবে।

ডিলিট মেসেজ:
চ্যাটে গিয়ে মেসেজের উপর ক্লিক (ট্যাপ অ্যান্ড হোল্ড)। স্ক্রিনের উপরে 'ডিলিট (বাকেট)' চিহ্নে ক্লিক করলেই ডিলিট হয়ে যাবে। ডিলিট ফর মি ও ডিলিট ফর এভরিওয়ান অপশন আসবে, সেই অনুযায়ী ডিলিট করা যাবে। আইফোনের ক্ষেত্রেও তাই।

মেসেজ বুকমার্ক করা:
নির্দিষ্ট মেসেজে গিয়ে ক্লিক করে 'স্টার মার্ক' করা যাবে। হোয়াটসঅ্যাপে গিয়ে 'মেনু' বাটনে ক্লিক করলে 'স্টার' মেসেজ পাওয়া যাবে। মেসেজে গিয়ে সিলেক্ট করে স্টার ক্লিক করে বুকমার্ক সরানোও যাবে।

চ্যাট শর্টকাট:
চ্যাটে গিয়ে মেনুতে ক্লিক করে অ্যাড শর্টকাট অপশন আসবে। এছাড়াও চ্যাটে গিয়ে সিলেক্ট করে মেনু ক্লিক করলেও আসবে শর্টকাট অপশন।

টু স্টেপ ভেরিফিকেশন:
হোয়াটস অ্যাপে গিয়ে সেটিংস, অ্যাকাউন্ট, টু স্টেপ ভেরিফিকেশন এনাবেল করলেই ছয় সংখ্যার একটি পিন দিতে হবে। মেল আইডিও দিতে হয়। সেক্ষেত্রে পিন ভুলে গেলে সমস্যা হয় না।

মেসেজ হাইলাইটস করা:
একটা অ্যাসটেরিক্স দিতে হবে টেক্সটের আগে বা পরে। ইটালিক্সের ক্ষেত্রে যোগ করতে হবে আন্ডারস্কোর।

স্ট্যাটাস গোপন করা:
স্ট্যাটাসে মেনুতে ক্লিক করে স্ট্যাটাস স্ক্রিনে গিয়ে মেনু বাটনে ক্লিক। চুজ হু ক্যান সি স্ট্যাটাস আপডেটসে গিয়ে অনলি শেয়ার উইদ অপশন রয়েছে।

হোয়াটস অ্যাপের ভাষা বদল:
সেটিংসে গিয়ে চ্যাট, অ্যাপ ল্যাঙ্গুয়েজ, তার পর 'চুজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ ওয়ান্ট টু সি' অপশনে ক্লিক করতে হবে।

ব্রডকাস্ট মেসেজ:
আলাদা করে কয়েক জনকে কিছু জানাতে চাইলে 'নিউ ব্রডকাস্ট' ফিচারটি একমাত্র উপায়। তবে গ্রাহকের নম্বর সেভ থাকলে তবেই তিনি ব্রডকাস্ট মেসেজ পাবেন। চ্যাটে গিয়ে ব্রডকাস্ট লিস্ট, নিউ লিস্ট, তার পর অ্যাড কন্ট্যাক্টস-এ ক্লিক করতে হবে।

■ সংগ্রহকৃত

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

৪০তম কমিশনার কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

৪০তম কমিশনার কোর্সে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার

৪০তম কমিশনার কোর্সে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি

৪০তম কমিশনার কোর্সের একটি উপদলের গ্রুপ রিপোর্ট উপস্থাপন

৪০তম কমিশনার কোর্সের একটি উপদলের পতাকা উত্তোলন

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

শতবর্ষ রোভার মুটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

শতবর্ষ রোভার মুটের পিআরএস পুনর্মিলনীতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি

শতবর্ষ রোভার মুটের উডব্যাজার পুনর্মিলনীতে প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

শতবর্ষ রোভার মুটের ইন্টারন্যাশনাল নাইটে প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

শতবর্ষ রোভার মুটের মহাতাঁবু জলসার প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

শতবর্ষ রোভার মুটের ইয়ুথ পার্লামেন্ট এর প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

ঢাকা অঞ্চলের বার্ষিক কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

বিদ্যুৎ ভবনে অনুষ্ঠিত স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্সে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি

বিদ্যুৎ ভবনে অনুষ্ঠিত স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্সে প্রশিক্ষক ও অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

বিদ্যুৎ ভবনে অনুষ্ঠিত স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্সের অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্সে স্কাউট সালাম এর মহড়া

বিদ্যুৎ ভবনে অনুষ্ঠিত স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্সের অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

প্রধান জাতীয় কমিশনার এর সাথে ডেস্কটপ পাবলিশিং বিষয়ক অ্যাডভান্স কোর্সের অংশগ্রহণকারীগণ

ডেস্কটপ পাবলিশিং বিষয়ক অ্যাডভান্স কোর্সে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার

রংপুর বিভাগের রোভার স্কাউটদের প্রতিভা অন্বেষণ

ভারতে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) এর সাথে মানসিক স্বাস্থ্য ও মনস্তাত্ত্বিক কোর্সের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল মার্কেটিং ওয়ার্কশপের কর্মকর্তা ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা কোর্সের রিসোর্স পার্সন ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন স্কাউটদের হলিডে পার্ক ভ্রমণ

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন স্কাউটদের হলিডে পার্ক ভ্রমণে একটি দল

হলিডে পার্কে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন স্কাউটদের সাথে জেলা প্রশাসক, নরসিংদী

টাংগাইলে অনুষ্ঠিত ৬২৬তম কাব ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

নেত্রকোনায় গার্ল ইন স্কাউটিং বিষয়ক মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

শতবর্ষ রোভার মুটের পিআরএস পুনর্মিলনীতে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মুক্তাগাছায় গার্ল ইন স্কাউটিং লিডারদের বেসিক কোর্স

৪র্থ আইসিটি অ্যাডভান্স কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

মৌচাকে ৩৭৯তম স্কাউট লিডার অ্যাডভান্স কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

গাজীপুরে রোভার স্কাউটদের প্রতিভা অন্বেষণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

মৌচাকে স্কাউট লিডার অ্যাডভান্স কোর্সের ব্যবহারিক সেশন

রেলওয়ে অঞ্চলে অনলাইন মেম্বারশীপ রেজিস্ট্রেশন
ওয়ার্কশপের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

সিরাজগঞ্জে ইয়ুথ মেন্টাল হেলথট্রেনিং এর অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

বগুড়ায় কাব লিডার রিফ্রেশার্স কোর্সের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মুক্তাগাছায় আঞ্চলিক স্ট্র্যাটেজিক প্লানিং ও গ্রোথ
ওয়ার্কশপের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

দিনাজপুরে বেসিক কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

ভ্রমণ কাহিনী

শিক্ষা সফর ভূটান-দার্জিলিং

২৪ এপ্রিল ২০১৮ সকাল ০৭.৩০ টায় প্রার্থনা সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত ও প্রতিজ্ঞা পাঠান্তে হোটেল গারদা-ইন এর মালিককে তাঁর আতিথেয়তার জন্য শুভেচ্ছা জানানসহ শুভেচ্ছা উপহার প্রদান শেষে নাস্তা সম্পন্ন করে বিদায় নেয়া হয়। সকলের মন ভারী হয়ে আছে আমরা হয়ত জীবনে আর এখানে আসব না আর ওদেরও কোনদিন আমাদের সাথে দেখা হবে না। ওদেরও আমাদের যে এই অল্প সময়ের মধ্যে যে বন্ধুত্ব হয়েছে তা ভুলতে নিশ্চই কিছু সময়তো লাগবেই।

আমাদের সফর সঙ্গী টাশি ওয়ানচুক, স্কাউট ফুরফা ও কিনলেসহ "পারোর" উদ্দেশ্যে যাত্রা করে "সুজন গেট" দর্শন, পাচু নদীর তীরে ফটোসেশন, কমান্ডো ক্যাম্প দর্শন, বাঘের গুহা ও মিউজিয়াম দর্শনশেষে জংড্রাখা ভিলেজে উপস্থিতি। ভিলেজে উপস্থিত হয়ে আশ্চর্য হয়েছি। ভিলেজ মানে ১টা বাড়ী, ১টা ঘর, ১টা সংসার। শহরের বাইরে থাকে বলে গ্রাম/ভিলেজ এই ভিলেজে আরও বাড়ী আছে তা সর্বনিম্ন ২/৩ কিলোমিটার দুরে। দুপুরের খাবার জংড্রাখা ভিলেজে মিঃ নিমার বাড়ীতে সম্পন্ন করার সময় জানতে পারলাম ওখানে সব বাড়ী গুলোই মোটেল ধরণের।

অপরাহ্নে পারো এয়ারপোর্ট দর্শন। পারো শহর ঘুরে দেখে সন্ধ্যার পর মি. নিমার দহলীজে তাঁবু জলসার আয়োজন হল। নিমার দুই বাচ্চা তো নেচে-গেয়ে মাতিয়ে তুলল। আমার টিমের সবাই নাচগান করেছেনে। তৌহিদ ভাই ছিলেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক। সবচাইতে মজার হল মনিরুজ্জামান স্যার তার পরিবেশিত মাগো ভাবনা কেন-এই দেশাত্ববোধক গানের সুরের মুর্ছনা আমার কর্ণকুহরকে আজও অনুরনিত করছে। সকলের উপস্থাপনায় একটি চমৎকার সন্ধ্যা অতিবাহিত করেছি। রাত্র ০৮.০০ ঘটিকায় রাতের খাবার শেষে দিবসের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরবর্তী দিনের কর্মসূচি আলোচনা করে সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

২৫ এপ্রিল ২০১৮

সকাল ০৬.০০ টায় প্রাতঃরাশ, প্রার্থনা সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত ও প্রতিজ্ঞা পাঠের মধ্য দিয়ে জংড্রাখা ভিলেজ থেকে দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। ভুটানে অবস্থানকালীন আমাদের নিত্যদিনের সাথি টাসি ওয়ানচুক ফুরপা ও কিনলে ছলছল নেত্রে আমাদেরকে বিদায় জানায় আমাদেরও একই অবস্থা। তাদেরকে ছেড়ে আসতে খুব কস্ট লেগেছে। শুরু হল একটানা চলা পথিমধ্যে চেকপোষ্ট ও টপ অবদা হিল ফুল সেলিং দর্শন শেষে ভূটান গেটে পাসপোর্ট এন্ট্রি করে মিসেস পেমার কর্মস্থলে ফুয়েন সলিং সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় দেখা করি ও তার আমন্ত্রনে দুপুরের খাবার সম্পন্ন করি। যেহেতু ঐদিন তার বিদ্যালয় ছুটি হবার সুবাদে সকল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মচারীসহ তাঁদের জেলা শিক্ষা অফিসারও উপস্থিত ছিলেন।

ভূটান একটি পাহাড়ী রাষ্ট্র। কঠিন অধ্যাবসায়ী ভূটানবাসী। পাহাড় বনানী পত্র পল্লবের সমাহার, রয়েছে গহীন অরন্য যাতে বসবাস করে গরু, মহিষ, হরিন, ভাল্লুক, বাঘসহ বানর, হনুমান রয়েছে সর্বত্র। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টি ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখার একটি জায়গা বটে। ১২-১৫ হাজার ফুট উঁচু পাহাড় সেখানে পানির ঝর্ণা গাছপালা। আবার পাহাড়ের গা কেটে আবাদ হচ্ছে ধান, গম, ভুট্টা, শাক-সবজি, আপেল, আঙ্গুর। এ সব কিছুই কেবল মাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমতের প্রকাশ।

ভূটানিরা আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ। ৪৬ হাজার বর্গ কিলোমিটারের দেশে লোক সংখ্যা ৮ লাখ। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২১জন লোক বাস করে। ৭২ ভাগ বনভূমি, দেশে কোন সন্ত্রাস নেই। ভিক্ষুক নেই। অপরাধ প্রবণতা শূণ্যের কোটায়। কোন ইভটিজিং নেই যে যার মত চলাফেরা করবে কোন বাঁধা নেই। গাড়ীর ভেপু বাজেনা। তবে উশৃঙ্খল বা বিশৃঙ্খলভাবে নয়। আইনের প্রয়োগ আছে। জনসাধারণের আইনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। তবে জিনিসপত্রের দাম বেশী। গাড়ী চালক থেকে ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে প্রচুর সততার প্রমাণ বিদ্যমান।

ভূটানে কোন মসজিদ নেই। মুসলমান সংখ্যা খুবই নগণ্য তাও আবার শ্রমিক শিলিগুড়ি থেকে কাজ করতে যায়।

রাজ পরিবার থেকেই রাজা হয়। তবে রাজার বয়স ৬৫ বছর হলে তিনি আর রাজা থাকবেন না অন্য কেহ দায়িত্ব নেবেন। অদ্যবধি তার কোন বিচ্যুতি ঘটেনি। ভূটানবাসীদের রাজা তথা রাজ পরিবারের প্রতি আনুগত্য ও সম্মান অনুস্মরণীয়।

বেলা ০১.০০ টায় ভূটান ত্যাগ করে ভারতের দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা। আবার সেই সরু গিরিপথ উঠছিতো উঠছি উঠার কোন শেষ নেই। অবশেষে রাত ০৯.০০ টায় দার্জিলিং শহরে উপস্থিতি। হোটেল তিস্তায় রাত্রি যাপন।

২৬ এপ্রিল ২০১৮ সকাল ০৭.০০ টায় প্রার্থনা সংগীত, জাতীয় সঙ্গীত ও প্রতিজ্ঞা পাঠ শেষে দিবসের কার্যক্রম ঠিক করে গাড়ীতে দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ। দর্শনে যাত্রা আরম্ভ। টাইগার হিল দর্শন, জাপানী টেম্পল ও স্যান্ট যোসেফ স্কুল দর্শন। অপরাহ্নে মার্কেটে কিছু কেনাকাটা ও রাত্রে হোটেল তিস্তায় উপস্থিতি দিবসের কার্যক্রম মূল্যায়ন। রাতের খাবার সম্পন্ন করে বিশ্রাম।

২৭ এপ্রিল ২০১৮ সকাল ০৭.০০ টায় প্রার্থণা সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীত ও প্রতিজ্ঞা পাঠ এবং হোটেল কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা। তবে নাস্তা করতে চাইলে ড্রাইভার বলল সামনে ভাল হোটেল আছে। গরম গরম রুটি পাবেন শাক-সবজি, মাছ, মাংস সবই পাবেন। এভাবে করে পথিমধ্যে কোন হোটেল দেখলে বলতাম থামাও এখানে একটু চা পান করি বা নাস্তা করি। কিন্তু ওরা আবার ভাল হোটেল ও গরম রুটির লোভ দেখাত। বিষয়টি নিয়ে এরকম করার কারণটা কি সব ড্রাইভারই তাদের ইচ্ছামত হোটেলে গাড়ী থামায়। একটি হোটেলে ড্রাইভারের বিল দিতে চাইলে ড্রাইভার বলল আমার বিল দিতে হবেনা, আমি ফ্রি। অনুসন্ধানে জানতে পারলাম প্রতিটি রুটেই ড্রাইভারদের হোটেলের সাথে চুক্তি আছে এবং ড্রাইভাররা ঐ হোটেলের সামনেই গাড়ী থামাবে ওরা ফ্রি খাবে এবং যাত্রী প্রতি কিছু পার্সেন্টিস পাবে।

বেলা ১১.৩০ টায় শিলিগুড়ির মালাগুড়ি শ্যামলী বাস কাউন্টারে উপস্থিত হয়ে ঢাকার কল্যাণপুর পর্যন্ত টিকিট কাটলাম। বেলা ২.৩০ টায় বাস ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। বেলা ১২ টা থেকে ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত ফ্রি টাইম ঘোষণা করা হল। সবাই একত্রে ১.৩০ টায় বাস কাউন্টার সংলগ্ন হোটেল সেন্ট্রাল প্লাজায় দুপুরের খাবার সম্পন্ন করে ২.৩০ টায় স্ব-দেশে যাত্রা এবং টিমের সকল সদস্যই আল্লাহর ইচ্ছায় সুস্থভাবে পরিবারের সাথে মিলিত হতে পেরেছেন।

বাংলাদেশ স্কাউটস তথা প্রশিক্ষণ বিভাগের এ শিক্ষা সফরের আয়োজন ও পরিচালনা দেশ ও বিদেশে নন্দিত। ভূটান স্কাউটস এজন্য বাংলাদেশ স্কাউটসকে অত্যন্ত সাধুবাদ জানিয়েছে এবং তাঁরাও এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে কথা বলবেন। সফরকালীন সময়ে জাতীয় কমিশনার প্রশিক্ষণ ও নির্বাহী পরিচালক মহোদয় আমাদের খোঁজখবর ও বুদ্ধি পরামর্শ দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে টিমের পক্ষ থেকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। অধিকন্তু আমার টিমের সকল সদস্য অতিব আন্তরিক ও সহযোগিতা সম্পন্ন ছিলেন। বিশেষ করে গোলাম কিবরিয়া মধু ও হাসানুল হাসিনের খুনসুটি সব সময় আমাদেরকে প্রানবন্ত রেখেছে। টিমের সকল সদস্যকে স্কাউট ছালাম।

■ লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবদুস ছাত্তার, এল.টি
সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি
বাংলাদেশ স্কাউটস

স্বাস্থ্য কথা

সুস্থ থাকার কিছু উপায়

বিভিন্ন প্রকারের পুষ্টিকর খাবার

পুষ্টি ছাড়া ভালো স্বাস্থ্য সম্ভব নয় আর পুষ্টি লাভ করার জন্য স্বাস্থ্যকর, সুষম খাবার প্রয়োজন। আপনার খাদ্য তালিকার মধ্যে লবণ, চর্বি ও শর্করাযুক্ত খাবার থাকতে হবে, তবে লক্ষ্য রাখবেন যেন তা অতিরিক্ত হয়ে না যায়। এই তালিকার মধ্যে যেন ফলমূল ও শাকসবজিও থাকে আর খাবারে যেন বৈচিত্র্য থাকে। পাউরুটি, সিরিয়াল, পাস্তা অথবা চাল কেনার সময় প্যাকেটের গায়ে লেখা উপকরণের তালিকা দেখে নিন, যাতে আপনি ভুসিযুক্ত খাবার বেছে নিতে পারেন। ভুসি ছাড়ানো শস্য থেকে তৈরি খাবারের বিপরীতে এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি ও ফাইবার থাকে। প্রোটিন পাওয়ার জন্য অল্প পরিমাণ এবং কম চর্বিযুক্ত মাংস খান আর সপ্তাহে অন্ততপক্ষে কয়েক বার মাছ খাওয়ার চেষ্টা করুন। কিছু দেশে উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুত এমন প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার পাওয়া যায়।

আপনি যদি শর্করা-জাতীয় খাবার এবং প্রচুর চর্বি রয়েছে এমন খাবার খুব বেশি খান, তা হলে আপনি অতিরিক্ত ওজন বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকির মুখে রয়েছেন। এই ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে শর্করা রয়েছে, এমন পানীয়ের পরিবর্তে জল খান। শর্করা-জাতীয় ডেজার্টের পরিবর্তে বেশি করে ফল খান। যে-খাবারগুলোতে প্রচুর চর্বি রয়েছে সেগুলো কম খান, যেমন সসেজ, মাংস, মাখন, কেক, চিজ ও কুকিজ। আর রান্নার জন্য মাখন অথবা ঘি ব্যবহার করার পরিবর্তে, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো এমন তেল ব্যবহার করুন।

আপনার খাদ্য তালিকার মধ্যে যদি এমন খাবার থাকে, যেগুলোতে অতিরিক্ত লবণ বা সোডিয়াম রয়েছে, তা হলে সেটা আপনার রক্তচাপ মাত্রাতিরিক্ত বাড়িয়ে দিতে পারে। আপনার যদি এই সমস্যা থেকে থাকে, তা হলে সোডিয়ামের মাত্রা কমানোর জন্য প্যাকেটজাত খাবারের গায়ে উপকরণের তালিকা দেখে নিন। স্বাদ বৃদ্ধির জন্য লবণের পরিবর্তে বিভিন্ন পাতা বা মশলা ব্যবহার করুন।

আপনি কি খান, সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, এর পাশাপাশি আপনি কতটা খান, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই, খাওয়ার সময় খিদে শেষ হয়ে গেলেও খেতে থাকবেন না।

পুষ্টির সঙ্গে ফুড পয়জনিংয়ের বিষয়টাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেকোনো খাবারেই আপনার ফুড পয়জনিং হতে পারে, যদি তা ভালোভাবে তৈরি করা ও সংরক্ষণ করা না হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র (WHO) রিপোর্ট অনুসারে এইরকম খাবার খাওয়ার কারণে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক অসুস্থ হয়। যদিও অনেকে এগুলোর দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়, কিন্তু এগুলোর ফলে কেউ কেউ তাদের প্রাণ হারায়। এই ঝুঁকি কমানোর জন্য আপনি কী করতে পারেন?

শাকসবজিতে হয়তো সার দেওয়া থাকতে পারে, তাই সেগুলো ব্যবহার করার আগে ভালো করে ধুয়ে নিন।

প্রতিটা খাবার তৈরি করার আগে আপনার হাত, কাটিং বোর্ড, কাটার যন্ত্রপাতি, বাসনপত্র এবং রান্নাঘরের উপরিভাগের মেঝে গরম জল ও সাবান দিয়ে ধুয়ে নিন।

খাবার যাতে আবারও দূষিত না হয়ে পড়ে, তাই কখনোই এমন কোনো জায়গায় অথবা পাত্রে খাবার রাখবেন না, যেখানে আগে কাঁচা ডিম, মাংস অথবা মাছ রাখা হয়েছিল। এইরকম কোনো জায়গা বা পাত্র ব্যবহার করার আগে তা ধুয়ে নিন।

সঠিক তাপমাত্রায় না পৌঁছানো পর্যন্ত খাবার রান্না করুন এবং সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এমন যেকোনো খাবার সঙ্গেসঙ্গে না খেলে তাড়াতাড়ি তা ফ্রিজে রাখুন।

ঘরের তাপমাত্রা যদি ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে থাকে, তা হলে সেখানে সহজেই নষ্ট হয়ে যায় এমন খাবার এক বা দু-ঘন্টার বেশি সময় থাকলে, সেটা ফেলে দিন।

■ চলবে...

খেলাধুলা

বোলিং র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা পাঁচে মোস্তাফিজ

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত ওয়ানডে সিরিজে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। তিন ম্যাচে মাত্র ৪.৩৬ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৫টি উইকেট। বোলিংয়ে ছিলো অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও বৈচিত্র। এমন পারফরম্যান্সের পুরষ্কারটা র‍্যাঙ্কিংয়ে পাবেন তা অনুমেয়ই ছিল। যা সত্যি হয়ে দেখা দিয়েছে আইসিসির সদ্য প্রকাশিত বোলিং র‍্যাঙ্কিংয়ে। যেখানে প্রথমবারের মতো সেরা পাঁচে ঢুকে গিয়েছেন বাঁহাতি মোস্তাফিজ। ক্যারিয়ার সর্বোচ্চ ৬৯৫ র‍্যাঙ্কিং নিয়ে মোস্তাফিজের বর্তমান অবস্থান ঠিক পাঁচ নম্বরে।

বাংলাদেশ-উইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি পরিসংখ্যান

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট ও ওয়ানডে পরিসংখ্যানে পিছিয়ে থাকলেও টি-টায়েন্টি পরিসংখ্যানে পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ। এই ফরম্যাটে টাইগাররা সমানে সমান। ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে এখন পর্যন্ত ৯টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ চারটিতে জিতেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজও জিতেছে চারটিতে। একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে।

টি-টোয়েন্টিতে ২০০৭ সালের আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। প্রথম দেখাতেই জয় পেয়েছিল টাইগাররা। আফতাব আহমেদ ও মোহাম্মদ আশরাফুলের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে ১২ বল বাকি থাকতে ছয় উইকেটে জয় তুলে নিয়েছিল বাংলাদেশ। ২০০৯ সালে সিরিজের একমাত্র টি-টোয়েন্টি ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছিল পাঁচ উইকেটে। ২০১১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ম্যাচে মুশফিকুর রহিমের দৃঢ়তায় বাংলাদেশ জয় পেয়েছিল তিন উইকেটে। ২০১২ সালে বাংলাদেশ সফরে এসেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেবার সিরিজের একমাত্র টি-টোয়েন্টি ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছিল ১৮ রানে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচে ৭৩ রানে হেরেছিল বাংলাদেশ। ওই বছরই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়েছিল টাইগাররা। সেবার সিরিজের একমাত্র টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। সর্বশেষ গত জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজ বাংলাদেশ জিতে নেয় ২-১ ব্যবধানে। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত এই সংস্করণে ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে বাংলাদেশের দলীয় সর্বোচ্চ স্কোর ১৮৪/৫। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সর্বোচ্চ স্কোর ১৯৭/৪। বাংলাদেশের সর্বনিম্ন স্কোর ৯৮। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সর্বনিম্ন স্কোর ১৩২/৮।

পাঁচ তারকার অন্যরকম সেঞ্চুরি

বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য বিশেষ ঘটনা বটে। কারণ যে পাঁচজনের হাত ধরে সাফল্যের পথে দেশের ক্রিকেট সেই পাঁচজনের একসঙ্গে মাইলফলকের ম্যাচ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নেমেই একসঙ্গে ১০০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা মাইলফলক স্পর্শ করেছেন বাংলাদেশের পাঁচ সিনিয়র ক্রিকেটার মাশরাফি বিন মর্তুজা, সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম, তামিম ইকবাল ও মাহমুদ উল্লাহ রিয়াদ। আর এই পঞ্চপাণ্ডবের তিন পাণ্ডব করেছেন হাফ সেঞ্চুরি। তামিম ইকবাল ৫০, মুশফিকুর রহিম ৬২ ও সাকিব আল হাসান ৬৫ রান করেন। বাকি দুই পাণ্ডবের মধ্যে মাহমুদ উল্লাহ রিয়াদ ৩০ রান করেন। মাশরাফি বিন মর্তুজা ১০ রান করে অপরাজিত থাকেন। মিরপুরে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ। দেশের জার্সিতে একসঙ্গে ৬৯টি ওয়ানডে, ২৯টি টি-টোয়েন্টি ও ১টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের এই পাঁচ তারকা। এই ৯৯টি ম্যাচের মধ্যে ৪৭টি ম্যাচে জয় পায় বাংলাদেশ। বাকি ৪৮টিতে হারতে হয়েছে। বাকি চার ম্যাচে কোনো ফলাফল আসেনি।

পঞ্চপাণ্ডবের শততম আন্তর্জাতিক ম্যাচের আগেই অনেক উত্তেজনা ছিল ক্রিকেটপাড়ায়। বড় বড় শিরোনামে লেখা হয়েছিল নানা ইতিহাস। কারণ এমন সেঞ্চুরি যে ক্রিকেটের ইতিহাসে খুব বিরল। বিশ্ব ক্রিকেটে ৫ ক্রিকেটার একসঙ্গে ১০০ বা তার বেশি ম্যাচ খেলার নজির আছে ৬৪টি। তবে বাংলাদেশের জন্য এটি একবারেই নতুন। কারণ এবারই প্রথম দেশের ক্রিকেটে এই বিশেষ দিন এলো। তবে এই দিনটি হয়তো আরো আগেই পেতে পারতো বাংলাদেশ। যদি ২০১০ সালে জিম্বাবুয়ে ও স্কটল্যান্ড এবং গত বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচগুলো পরিত্যক্ত না হতো। দীর্ঘ অপেক্ষার পর বিশেষ সেঞ্চুরিটা হলো এবং সেটা দেশের মাটিতেই। 'হোম অব ক্রিকেট' মিরপুর শের-ই-বাংলা হলো দেশের ক্রিকেটের আরো একটি বিশেষ দিনের সাক্ষী। একই সঙ্গে সাক্ষী হলো শের-ই-বাংলায় উপস্থিত থাকা ২৭ হাজার টাইগার ভক্ত। কারণ বিশেষ দিনে পুরো গ্যালারি ছিল দর্শকে ভরপুর।

■ অগ্রদূত ক্রীড়া প্রতিবেদক

ছড়া-কবিতা

রোভারিং
মোঃ মাহতাব আহমদ

মনোরম সুন্দরে ঘেরা এই বসুন্ধরা
যে দিকে রাখি দৃষ্টি দেখি অপরুপ কারুকাজ করা।
তেমনি জীবনে কর্মে সুন্দর হতে চাই মোরা
সুশিক্ষায় পূর্ণ এমন সামাজিক সংগঠনে যোগদান করেছি মোরা।

শিক্ষার সাথে দীক্ষা নিয়ে আমরা করেছি পণ
বিধাতার বিধি পালন করব,
আইন প্রতিজ্ঞা মেনে চলব
দেশের প্রতি দায়িত্ব পালন, করব আজীবন।

আমরা গুহায় কাজ করি, গুহাকে ভালবাসি
নির্জনে প্রকৃতির সাথে মিশি,
সবুজ শ্যামলিমায় পূর্ণ প্রকৃতির কথা মোদের হিয়ায় আঁকি।

প্রশিক্ষণ নেই মোরা রৌদ্র খোলা মাঠে
উচ্ছ্বাসে শিখি নানান গেরো কাজ,
জীবনে, দুর্যোগে, গেরো কাজে লাগিয়ে
করি উদ্ধারের কাজ।

মোদের হস্তে আবাস সাজাই কারুরুপ
দেখতে সুচারু লাগে শ্রী বৃদ্ধি করে
কাজ করি সেই মাপে।
আত্ম উন্নয়নের লড়াই প্রতিটি তণে
সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাই মোরা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে প্রাণ দেই সঁপে।

সত্য সাম্য ন্যায়ের পথে জীবন রাঙ্গাই ফুলে ফুলে
আঁধারের অভিযাত্রীকে পথ দেখাই প্রদীপ জ্বালিয়ে।
সকল কালে গাই মোরা সত্যের গান
ধৈর্য্য নিষ্ঠার সাথে চলতে চেষ্টা রাখে প্রতিটি প্রাণ।

রক্তিম আভা
মোহাম্মদ মাহবুব খান

ডিসেম্বর এলেই সবার মুখে শুনি একই বুলি
সেই '৭১ এর স্মৃতি কথা,
যুদ্ধের সেই বিভিশিখামায় অত্যাচারের কথা সকলেরই জানা,
সেই দিন মায়ের কোলে ফিরে এসেছে কত খোকার লাশ
যুদ্ধে আমরা হয়েছি মেধা শুন্য
কৃষ্ণচূড়ার লাল দেখে মনে পড়ে আমার
মুক্তিসেনার রক্তে রাঙা রক্তিম আভা।

বাংলার মাটিতে আজও দেখি
সেই দোসর জঙ্গী বাহিনীর লাশের রাজনীতি,
পূর্ব আকাশের সূর্যে আমি দেখি নতুন দিগন্ত
সূর্যের রক্তিম আভায় আজ আমরা সকলে উদ্ভাসিত।।

বিজয়ের মাসে '৭১ এর স্মৃতি কথা
মনে পড়বে যুগ থেকে যুগান্তরে,
শতবর্ষ পরে যখন তুমি শুনবে কোন মুক্তিযোদ্ধার বীরত্বগাঁথা
বিরঙ্গনাদের মুখচ্ছবি দেখলেই তোমার মনে পড়বে
পাক হানাদারের অত্যাচারের কথা ।
ইতিহাসে রয়েছে তোমাদের অমূল্য আত্মত্যাগের কথা
লেখা রয়েছে শত মুক্তিবাহিনীর অমর গাঁথা
বিজয়ের মাসে তবুও আমি লিখলাম
তোমাদেরই কথা রক্তের রক্তিম আভায়।

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশের খবর...

০২.১২.২০১৮ ॥ রবিবার

– একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারা দেশে ৭৮৬ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করেন রিটার্নি কর্মকর্তারা।

০৩.১২.২০১৮ ॥ সোমবার

– আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রধানের পদবি 'মহাপরিচালক' থেকে নামিয়ে 'পরিচালক' করা হচ্ছে। এ জন্য 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন ২০১৮' এর খসড়ার চূড়ান্ত।

০৫.১২.২০১৮ ॥ বুধবার

– টাইসম ম্যাগাজিনের জরিপে বিশ্বের ক্ষমতাধর ১০০ নারীর মধ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬তম অবস্থানে আছেন।

০৫.১২.২০১৮ ॥ বুধবার

– নেদারল্যান্ডসের দি হেগে অনুষ্ঠিত রোম স্ট্যাচুটের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ১৭তম অধিবেশনে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ।

১০.১২.২০১৮ ॥ সোমবার

– দেশের ৫৮টি নিউজ পোর্টাল বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেন বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)।

১২.১২.২০১৮ ॥ বুধবার

– অভিবাসন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'অভিবাসন সংক্রান্ত বৈশ্বিক চুক্তি'র প্রস্তাবনা মরোক্কতে আয়োজিত জাতিসংঘের ১১তম গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে গৃহীত হয়।

১৩.১২.২০১৮ ॥ বৃহস্পতিবার

– প্রতিবছরের ন্যায় এবারও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ উত্থাপিত 'শান্তির সংস্কৃতি' রেজুলেশন সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৯.১২.২০১৮ ॥ বুধবার

– একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুজব প্রতিরোধে আট সদস্যের একটি পর্যবেক্ষণ টিম গঠন করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

২১.১২.২০১৮ ॥ শনিবার

– বছরের শেষ সিরিজে হেরে গেল বাংলাদেশ।

– চলে গেলেন বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকের নকশাকার মোহাম্মদ ইদ্রিস।

২৩.১২.২০১৮ ॥ রবিবার

– একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গ্রহণযোগ্য তথ্য ও নির্বাচনের ফলাফল জানাতে নির্বাচনকেন্দ্রিক মিডিয়া সেন্টার গঠন করছে তথ্য মন্ত্রণালয়।

বিদেশের খবর...

৩০.১১.২০১৮ ॥ শুক্রবার

– যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ. বুশ ৯৪ বছর বয়সে মারা যান।

০১.১২.২০১৮ ॥ শনিবার

– ভারতের ক্রিকেট দলের সাবেক ক্যাপ্টেন এবং সাবেক সাংসদ মোহাম্মদ আজহার উদ্দিনকে তেলেঙ্গানা রাজ্যের কংগ্রেস প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয়।

০৬.১২.২০১৮ ॥ বৃহস্পতিবার

– ইয়েমেন যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে সুইডেনের রিম্বোতে জাতিসংঘের উদ্যোগে দেশটির সরকার ও হুথি বিদ্রোহীদের মধ্যে শান্তি আলোচনা শুরু হয়।

– মৃত নারীর শরীর থেকে সংগ্রহ করা জরায়ু প্রতিস্থাপনের পর বিশ্বে প্রথমবারের মতো সফলভাবে একটি শিশুর জন্ম হয়।

১১.১২.২০১৮ ॥ মঙ্গলবার

– ঢাকায় প্রথমবারের মতো কাতারের ভিসা সেন্টার উদ্বোধন করা হয়।

১৮.১২.২০১৮ ॥ মঙ্গলবার

– অন্য দেশের টাকায় চীন নিজেদের উন্নয়ন করবে না বলে অঙ্গিকার করেন চীনের প্রেডিডেন্ট শি জিংপিং।

– সুইডিশ পার্লামেন্টে বিস্ময় প্রথম হিজাব পরা মুসলিম নারী এমপি লায়লা।

২২.১২.২০১৮ ॥ শনিবার

– পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বাসভবন আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপান্তরিত হয়।

– ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ সুনামির আঘাতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬৮ জনে।

– টানা তৃতীয়বারের মতো ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জয়ের অনন্য রেকর্ড গড়ে রিয়াল মাদ্রিদ।

২৩.১২.২০১৮ ॥ রবিবার

– ভারতের আসামে প্রমত্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর তৈরি হয় দ্বিতল বগিবিল সেতুটি উদ্বোধন করা হয়।

– সৌদিতে প্রথমবারের মতো পুরুষদের সঙ্গে নাচলেন নারীরা।

– বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব বড়দিন পালিত হয়।

– সিরিয়া থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের নির্দেশপত্র স্বাক্ষর করা হয়।

■ সংকলক: অগ্রদূত ডেস্ক

কানাডার টরন্টোতে চালু হচ্ছে বাংলাদেশী কনস্যুলেট

কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহজতর কনস্যুলার সেবা প্রদান করতে কানাডার টরন্টো শহরে স্থায়ী কনস্যুলার সেবা চালু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেলের কার্যালয়।

টরন্টো ছাড়াও অন্টারিও, সাচকাচোয়ান, ব্রিটিশ কলম্বিয়া, আলবার্টা এবং ম্যানিটোবায় বসবাসরাত বাংলাদেশি অভিবাসী এবং নাগরিকেরা সেবার আওতায় আসবে।

প্রাথমিকভাবে এ কনস্যুলেট থেকে ভ্রমণ সংক্রান্ত কাগজপত্র, ভিসা, নো-ভিসা, সত্যায়িতকরণ, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি, এনডোর্সমেন্ট এবং অভিবাসন সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা পাওয়া যাবে। এ ছাড়া ঢাকার অভিবাসন এবং পাসপোর্ট অধিদপ্তর এ কনস্যুলেটে যন্ত্রে পাঠযোগ্য পাসপোর্ট ও ভিসা এবং ই-পাসপোর্ট সেবা চালুর জন্যও কাজ শুরু করছে। বর্তমান সরকারের সময়ে এটি হবে বিদেশে চালু হওয়া বাংলাদেশের অষ্টাদশ নতুন মিশন।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত

নেদারল্যান্ডের দি হেগে অনুষ্ঠিত রোম স্ট্যাচুটের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ১৭তম অধিবেশনে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) এর ব্যুরোর সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। রোম স্ট্যাচুটের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সর্বসম্মতিক্রমে আগামী দুই বছরের (২০১৯-২০) জন্য বুরো সদস্য নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। ২০১০ সালে আইসিসি-এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করতে যাচ্ছে।

১২৩টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ২১টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত 'ব্যুরো' আইসিসির শীর্ষ পরামর্শক পর্ষদ হিসেবে পরিগণিত। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সদস্য হিসেবে ২০১৯ সালের জন্য বাংলাদেশ, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান এবং ২০২০ সালে বাংলাদেশ, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ফিলিস্তিন ব্যুরো-এর প্রতিনিধিত্ব করবে। সাধারণত ব্যুরো আইসিসি-এর বাজেট চূড়ান্তকরণ, বিচারক, প্রসিকিউটর, ডেপুটি প্রসিকিউটর নির্বাচন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

বিশ্বের ২৬তম ক্ষমতাধর নারী শেখ হাসিনা

- ফোর্বস ৪ ডিসেম্বর তালিকাটি প্রকাশ করেছে
- ১০০ ক্ষমতাধর নারীর মধ্যে ২০ জন রাজনীতিক
- এবারও তালিকায় শীর্ষে জার্মান চ্যান্সেলর মার্কেল
- গত বছর ৩০তম অবস্থানে ছিলেন শেখ হাসিনা

বিশ্বের ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তালিকায় ২৬তম অবস্থানের উঠে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রভাবশালী ব্যবসায়িক সাময়িকী ফোর্বস গত ৪ ডিসেম্বর তালিকাটি প্রকাশ করেছে। গত বছর ফোর্বস-এর প্রভাবশালী ১০০ নারীর তালিকায় ৩০তম অবস্থানে ছিলেন শেখ হাসিনা।

ফোর্বস-এর এবারের তালিকায়ও শীর্ষে রয়েছেন জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা ম্যার্কেল। তিনি আট বছর ধরে শীর্ষ ক্ষমতাধর নারীর অবস্থানটি ধরে রেখেছেন।

তালিকায় থাকা ১০০ নারীর মধ্যে ২০ জন রাজনীতিক। তাঁদের মধ্যে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তালিকায় থাকা প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়েছে ফোর্বস। শেখ হাসিনা সম্পর্কে সাময়িকীটি লিখেছে, ২০১৭ সালে তিনি মিয়ানমার থেকে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা মুসলমানের আশ্রয় এবং তাদের জন্য ২ হাজার একর জমি বরাদ্দ দেন। তিনি বর্তমানে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে কাজ করছেন।

তালিকায় থাকা প্রথম ১০ জনের মধ্যে ম্যার্কেলের পরেই রয়েছেন যথাক্রমে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে, আন্তর্জাতিক মুদ্র তহবিলের (আইএমএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টিন লেগার্ড, যুক্তরাষ্ট্রের মোটরযান প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান জেনারেল মোটরসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ম্যারি বারা, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ফিজেল্টি গেটস ফাউন্ডেশনের কো- চেয়ার ও মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের স্ত্রী মেলিন্ডা গেটস, ভিডিও স্ট্রিমিং ওয়েবসাইট ইউটিউবের প্রধান নির্বাহী সুসান ওজিস্কি, স্পেনভিত্তিক বহুজাতিক বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বানসো স্যান্টেন্ডারের চেয়ার ও নির্বাহী পরিচালক অ্যানা প্যাট্রিসিয়া বোটিন, যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজ, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিপণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিনের প্রধান নির্বাহী মেরিলিন হিউসন এবং যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আইবিএমের প্রধান নির্বাহী জিমি রোমিটি।

সরকারি চাকরিতে 'ডোপ টেষ্ট' বাধ্যতামূলক

সরকারি চাকরিতে ডোপ টেষ্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এখন থেকে সকল শ্রেণির সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সময় বিদ্যমান অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে 'ডোপ টেষ্ট' বাধ্যতামূলক করার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। গত ৫ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষরিত একটি পরিপত্র জারি হয়। পরিপত্রে বলা হয়, সকল শ্রেণির সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সময় বিদ্যমান অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে ডোপ টেষ্ট অন্তর্ভুক্ত করে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে প্রতিবেদন পরিচালক (হাসপাতাল ক্লিনিকসমূহ) এর কাছে পাঠাতে হবে। প্রতি বছর সরকারি প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী চাকরিতে প্রবেশ করছে। চাকরির ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা নেওয়া হতো।

দ্বিতীয় ড্রিমলাইনারের যাত্রা শুরু

- উড়োজাহাজটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু ১০ ডিসেম্বর থেকে
- টানা ১৬ ঘন্টা উড়তে সক্ষম ২য় বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার
- দ্বিতীয় ড্রিমলাইনারের ওজন ২৯টি হাতির ওজনের সমান

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা বিষয়ক উচ্চতর কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের আয়োজনে ৭ থেকে ৯ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা বিষয়ক উচ্চতর কোর্স বাস্তবায়ন করা হয় কোর্সে ২৫জন রোভার ও ইয়াং লিডার অংশগ্রহণ করেন। কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ গোলাম সারোয়ার, জনাব রুপা চক্রবর্তী, জনাব এম আলমগীর, জনাব আশফাকুর রহমান আদনান, জনাব জি এম ইফতেখার ইফতি, জনাব মীর আফসানা।

সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা/ ধারা বর্ণনার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, মনোযোগ এর প্রয়োজনীয়তা / মনোযোগ কি? স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগের পরীক্ষা (Dance exercise), মনোযোগ বৃদ্ধির অনুশীলন , সুন্দর করে কথা বলার গুরুত্ব, শৈল্পিক বাচনের অন্তরায়, অন্তরায়ের কারণ, বাগযন্ত্র ও এর কর্মধারা, ডায়াফ্রাম পরিচিতি ও শৈল্পিক বাচনের ক্ষেত্রে ডায়াফ্রাম কিভাবে অসাধারণ ভূমিকা, বর্ণ পরিচয়- উচ্চারণ স্থান ও বৈশিষ্ট্য, বর্ণগুলোর প্রমিত উচ্চারণ একাধিকবার শুনানো, জড়তা দূরঃ অংশগ্রহণকারীদের পাখ-পাখালি ও পশু পাখিদের ডাক অনুসারে খেলা, ঠোঁটের ব্যায়াম, ভ্রমর কইয়ো গিয়া, কুজোড় কুজো, যতি (আবৃত্তি- আমি কেমন আছি), একসেন্ট (ছলোবন্দু), এমফেসিস এর জাদু, আবৃত্তি ঘরানা, চোয়ালের ব্যায়াম ও বিকল্প শিথিলায়ন (রিল্যাক্স), তুনের শেষ তীর, একজন ভালো আলোচক/উপস্থাপক হবার টিপস, মেডিটেশন, জিভের ব্যায়াম, সারগাম, সিংহাসন, তত্ত্বীয়, স্বরমাধুর্য, মনস্তাত্বিক বিরতি, স্বর প্রক্ষেপণ, স্ক্যানিং (ব্যবহারিকসহ), ধারা ভাষ্যশিল্প, ধারা বর্ণনা শিল্প, ভয়েস এক্টিং, বাচিক শিল্পীর যোগ্যতা/গুণাবলী আলোচনা, শিল্প সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যমঃ মনোযোগায়ন তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন মনোযোগের অনুশীলন, আবেগ এর অনুশীলনঃ বাচিক শিল্পীর জীবন যাপন, যোগাসন (১০-১৫ টি আসন, উপকারসহ), খাদ্যাভ্যাস, চলাফেরা (হাটা, দাঁড়ান, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদিসহ), বিভিন্ন প্রকারের উপস্থাপনা ও কৌশল, উপস্থাপনার সময় উপস্থাপকের করণীয়-বর্জনীয়, উপস্থাপকের পোশাক ও সাজসজ্জা, ভাব বিন্যাস, নন্দনতত্ত্ব এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা, ব্যবচ্ছেদ অংশগ্রহণকারীদের উপস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৯ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউটদের আনন্দ ভ্রমণ

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস-২০১৮ উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস এর এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউটদের মানসিক বিকাশের জন্যে নরসিংদী জেলার "ড্রীম হলিডে পার্কে" ১১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে একটি আনন্দ ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতর থেকে আনন্দ ভ্রমণটির শুভ উদ্বোধন করেন জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) কাজী নাজমূল হক এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস। সকাল ১০ টায় দলটি ড্রীম হলিডে পার্কে পৌছায়। দিনব্যাপী এ আনন্দ ভ্রমণে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউট, স্কাউট লিডার, অভিভাবক, সহায়তাকারী রোভার স্কাউট এবং স্থানীয় স্কাউট, রোভার স্কাউট ও স্কাউট কর্মকর্তাসহ মোট ১৪৪ জন অংশগ্রহণ করেন। এখানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউটরা সারা দিনব্যাপী স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় এবং বিভিন্ন রাইডে চড়ে আনন্দ উপভোগ করে। বেলা ২.৩০ মিনিটে তাদের সাথে আনন্দ উপভোগ করতে সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস নরসিংদী জেলা ও জেলা প্রশাসক সৈয়দা ফারহানা কাউনাইনসহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা যোগদান করেন। এ সময় জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহকারী পরিচালক জনাব সূধীর চন্দ্র বর্মণ, জেলা রোভারের কর্মকর্তা, জেলা স্কাউটসের যুগ্ম-সম্পাদক ও লিডারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সারাদিন আনন্দ ভ্রমণ শেষে দলটি সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। রাত ৮টায় দলটি বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরে পৌছালে আনন্দ ভ্রমণের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

■ প্রতিবেদক: ফরিদ উদ্দিন
সহকারী পরিচালক (এক্সটেনশন স্কাউটিং)
বাংলাদেশ স্কাউটস

ট্রেনিং টিম সদস্য নিয়োগ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

১ ডিসেম্বর ২০১৮ বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় সদর দফতরে ট্রেনিং টিমের সদস্য নিয়োগ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় প্রশিক্ষণ কমিটির সভাপতি ও জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মহসিন, এলটি। মতবিনিময় সভা পরিচালনার জন্য উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক), জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসাইন, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), জনাব নুরুল ইসলাম, জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), জনাব জামিল আহমেদ, জাতীয় উপ কমিশনার (আইসিটি), জনাব তৌহিদ উদ্দিন আহম্মেদ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), জনাব মোঃ শামীমুল ইসলাম, উপ পরিচালক (প্রশিক্ষণ), জনাব মোছাঃ মাহফুজা পারভীন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (ইএসবি এন্ড সিএসএসবি), মতবিনিময় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সিএএলটি পরবর্তী প্রদত্ত শর্তপূরণ, স্কাউটিং তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক বিষয়ে দক্ষতা, আইসিটি দক্ষতা, কোর্সে সহায়তা দান পরিস্থিতি, প্রশিক্ষকের দক্ষতা পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে পারফরমেন্স সন্তোষজনক বিবেচনায় ৮ (আট) জন স্কাউটারকে সহকারি লিডার ট্রেনার হিসেবে নিয়োগ প্রদানের সুপারিশ করা হয়। অন্যান্য প্রার্থীদেরকে বিভিন্ন শর্তপূরণ সাপেক্ষে লিডার ট্রেনার ও সহকারী লিডার ট্রেনার নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।

■ প্রতিবেদক: মো: ইকবাল হাসান
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

নীলফামারী জেলায় শতভাগ প্রতিষ্ঠানে স্কাউট কার্যক্রম

নীলফামারী জেলা রোভার ও জেলা স্কাউটসকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে নীলফামারী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ সভা সভায় জেলা প্রশাসক মহোদয় আগামী জুন মাসে জেলাকে শতভাগ স্কাউটিং জেলা ঘোষণার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন আগামী জুন মাসের মধ্যে জেলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেন অন্ততঃ দুটি করে ইউনিট চালু করা হয়। মিটিং শেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক ও শিক্ষা) মহোদয় জেলা রোভার সম্পাদক, জেলা রোভার কমিশনার, জেলা স্কাউট সম্পাদকসহ কয়েকজনকে নিয়ে শতভাগ স্কাউট জেলা ঘোষণার বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করেন।

এগিয়ে যাচ্ছে নীলফামারী, এগিয়ে যাচ্ছে নীলফামারী জেলা রোভার ও স্কাউটস। সুদক্ষ নেতৃত্বই পারে এভাবে একটি সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। জেলার সকল স্কাউটপ্রেমীদের প্রত্যাশা পুরন হতে চলছে এবার। আগামী ২০১৯ সালের জুন মাসে নীলফামারী জেলাকে শতভাগ স্কাউট জেলা ঘোষণা হবে ইনশাআল্লাহ।

■ খবর প্রেরক: রোভার শেখ এ সাদী
সদস্য, মিডিয়ার টীম
বাংলাদেশ স্কাউটস

উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী, মুজিবনগর

বাংলাদেশ স্কাউটস, মুজিবনগর উপজেলার ব্যবস্থাপনায় ২৪ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ মুজিবনগর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী অনুষ্ঠিত হয়।। এই ক্যাম্পুরীতে মুজিবনগর উপজেলার ১২ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাবদল অংশগ্রহণ করে। মেহেরপুর জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, মেহেরপুর জেলা জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন উপস্থিত থেকে এই ক্যাম্পুরীর উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মেহেরপুর ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, মেহেরপুর উপজেলা জনাব নাহিদা আক্তার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা স্কাউটসের কমিশনার মো: আফতাব উদ্দিন, সম্পাদক মো: মাহবুবুল হাসান, উপজেলা কাব লিডার মো: ফারুক হোসেন, স্কাউট লিডার আবুল হোসেন, শিক্ষক নাজিম উদ্দিন, রুৎছবি বিশ্বাস, গোলাম ফারুক প্রমুখ।

]

জেলা কাব ক্যাম্পুরী, মেহেরপুর

বাংলাদেশ স্কাউটস মেহেরপুর জেলার ব্যবস্থাপনায় ৮ থেকে ১২ অক্টোবর, ২০১৮ কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল, মেহেরপুরে ৪র্থ জেলা কাব ক্যাম্পুরী, ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্যাম্পুরীতে মেহেরপুর জেলার মোট ৫০টি কাবদল অংশগ্রহণ করে। মেহেরপুর জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, মেহেরপুর জেলা জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন উপস্থিত থেকে এই ক্যাম্পুরীর উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সম্মানিত ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ, সদর উপজেলার শিক্ষা অফিসার মোঃ আফিল উদ্দিন, জেলা স্কাউটসের সম্পাদক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, জেলা কাব লিডার মোঃ মনিরুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা কাব লিডার ফারুক হোসেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার কাব লিডার মোঃ মিনারুল ইসলাম, স্কাউট লিডার আবুল হোসেন, শিক্ষক ইয়াচ নবী, মোঃ জাকারিয়া, রুৎছবি বিশ্বাস প্রমুখ।

মেলান্দহে স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চল এর পরিচালনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস, মেলান্দহ উপজেলার ব্যবস্থাপনায় ৫২তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স ০১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে উপজেলা সম্মেলন কক্ষ, মেলান্দহে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী ৫টি উপদলে ভাগ হয়ে অংশগ্রহন করেন। বাঘ, সিংহ, হাতি,হরিণ ওবং ঘোড়া নামে উপদলের নামকরণ করা হয়।

কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কোর্স লিডার মো: হামজার রহমান শামীম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে মেলান্দহ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, মেলান্দহ উপজেলা জনাব তামিম আল ইয়ামীন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, মেলান্দহ উপজেলা স্কাউটার মো: আতিকুর রহমান ভুট্টু। প্রধান অতিথি বলেন: একটি সুশৃংখল জাতি তৈরিতে স্কাউট আন্দোলন বলিষ্ট ভুমিকা রাখতে পারে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের তৈরি করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রণী ভুমিকা রাখতে হবে। কোর্সে মতবিনিময় করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, মেলান্দহ উপজেলা জনাব মো: কিসমত পাশা এবং দৈনিক সংবাদ প্রতিদিন এর জেলা প্রতিনিধি ও আঞ্চলিক উপ কমিশনার(জনসংযোগ ও মার্কেটিং) মো: আনোয়ার হোসেন।

প্রথমে ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন কোর্স লিডার মো: হামজার রহমান শামীম। স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস ও পটভুমি নিয়ে স্কাউটার আবুল হোসেন, স্কাউটের মৌলিক বিষয় কোর্স লিডার স্কাউটার মো: হামজার রহমান শামীম, আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে স্কাউটার মো: হাসান আলী,বিভিন্ন শাখার প্রোগ্রাম নিয়ে স্কাউটার মোশারফ হোসেন এবং প্যাক, ট্রুপ, ক্রু মিটিং নিয়ে স্কাউটার মঈন উদ্দিন আলোচনা করেন। সর্বশেষে সমাপনী অনুষ্টানে কোর্স লিডার ও স্টাফগণ কর্তৃক অংশগ্রহণকারীগণকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। ১ মাস পরে বেসিক কোর্সে অংশগ্রহনের আহবান জানিয়ে কোর্স লিডার কোর্সের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

বাংলাদেশ স্কাউটস, নওগাঁ জেলার ব্যবস্থাপনায় ৩৪৯,৩৫০ ও ৩৫১ তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স সীমান্ত পাবলিক স্কুল, নওগাঁয় ১৭ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সের উদ্বোধন করেন ১৬ ব্যাটালিয়ান অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল মোঃ খাদেমুল বাশার, পিএসসি। তিনি ছাত্র জীবনে একজন ভাল স্কাউট ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, নওগাঁ জেলা ও অতিঃ জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, অতিঃ জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিসি) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান। কোর্সে যথাক্রমে ৩৬, ৩৬ ও ৪৬ জন প্রশিক্ষনার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এ আয়োজনের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ স্কাউটস নওগাঁ জেলার কর্মকর্তা, অংশগ্রহণকারী, বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী অঞ্চল এবং বাংলাদেশ স্কাউটস।

বিপি'র বাণী

"আমাদের আন্দোলনের দিকটি কেবল আকর্ষণীয় ও শিক্ষাপ্রদই নয় বরং পারস্পরিক শুভেচ্ছার মাধ্যমে বিশ্বের ভবিষ্যৎ শান্তি নিশ্চিত করার প্রকৃত পদক্ষেপ হিসেবে তৈরি করছে।"

– রোভারিং টু সাকসেস গ্রন্থ

শাপলা কাব ও পিএস প্রার্থীদের মূল্যায়ন

বাংলাদেশ স্কাউটস নৌ অঞ্চলের উদ্যোগে চট্টগ্রাম ও কাপ্তাই জেলা নৌ স্কাউটসের ২০১৮ সালের শাপলা কাব এবং প্রেসিডেন্ট'স স্কাউটস অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের অঞ্চল পর্যায়ে পরীক্ষা নেভি এ্যাংকরেজ স্কুল এন্ড কলেজ চট্টগ্রামে গত ১৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। মূল্যায়নে পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আঞ্চলিক সচিব ইঃ কমান্ডার এ এইচ এম এম রহমান, রোভার লিডার শেখ জাভেদ মোজাক্কের-উর-রহমান উডব্যাজার, স্কাউট লিডার মোঃ মুছা উডব্যাজার, স্কাউট লিডার মোঃ আসাদুল ইসলাম উডব্যাজার।

২০১৮ সালের শাপলা কাব এবং প্রেসিডেন্ট'স স্কাউটস অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের জাতীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন পরীক্ষা নেভি এ্যাংকরেজ স্কুল এন্ড কলেজ চট্টগ্রামে গত ২৬ অক্টোবর রোজ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পর্যায়ের মূল্যায়নে পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জনাব এস এম জাহিরুল আলম, সহকারী পরিচালক (হিসাব), চট্টগ্রাম অঞ্চলের সৈয়দ আ ফ ম আতাউর রহমান এল.টি, চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মিজানুর রহমান এবং জনাব পার্থ প্রতীম দাশ, সহকরী লিডার ট্রেনার, বাংলাদেশ স্কাউটস রাউজান উপজেলা। অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ের মূল্যায়নে চট্টগ্রাম ও কাপ্তাই জেলা নৌ স্কাউটসের ৮২ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এখানে উল্লেখ্য যে উভয় মূল্যায়ন পরীক্ষায় চট্টগ্রাম জেলা নৌ স্কাউটসের ৭ জন শাপলা কাব এবং ২৭ জন প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রার্থী অংশগ্রহণ করে। করবে।"

৬১ তম জোটা এবং ২২ তম জোটি ২০১৮

চট্টগ্রাম জেলা নৌ স্কাউটস কার্যালয়ে ২১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে চট্টগ্রাম জেলা নৌ স্কাউটস এর উদ্যোগে ৬১ তম জোটা এবং ২২তম জোটি প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রোগ্রামে ৩০ জন রোভার স্কাউট এবং ১০ জন গার্ল-ইন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও উক্ত প্রোগ্রমে স্কাউট লিডার মোঃ মুছা উডব্যাজার, স্কাউট লিডার মোঃ আসাদুল ইসলাম উডব্যাজার, স্কাউট লিডার আমীর হোসেন উডব্যাজার সহ জেলার অন্যান্য লিডারবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেকে স্মার্ট ফোন / ল্যাপটপ, মডেমসহ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে। পরে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে নিজ নিজ সার্টিফিকেট প্রিন্টিং করে দেওয়া হয়।

■ খবর প্রেরক: মোহাম্মদ মাহবুব খান, উডব্যাজার
নৌরোভার স্কাউট লিডার

ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক ১১ থেকে ১৩ নভেম্বর ২০১৮ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, মহখালী. ঢাকায় "ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স" অনুষ্ঠিত হয়। গত ১১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে কোর্সে

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সচিব

মোঃ শাহ কামাল। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে আরও উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ঈসা আলী রাজা বাঙালি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব আবু সৈয়দ মোহাম্মদ হাসিম। উক্ত কোর্সে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাই জেলা নৌ স্কাউটস হতে ৪জন নৌরোভার স্কাউট, বিএনসিসি, রেড ক্রিসেন্ট, সিপিপি নগর স্বেচ্ছাসেবক, ফায়ার সার্ভিস এবং আনসার এর সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। ১০৯০ নম্বরে (ফ্রি) কল করে জেনে নিন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জেলেদের মাছ ধরার ট্রলারের খবর, সমুদ্র বন্দরগামী সর্বশেষ আবহাওয়ার খবর। একসাথে ৬০ হাজার ফোন রিসিভ করে উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়।

■ খবর প্রেরক: মোহাম্মদ মাহবুব খান
উডব্যাজার
নৌরোভার স্কাউট লিডার

রোভারিং এর শতবর্ষ: প্রতিভা অন্বেষণ

২০১৮ সাল রোভার স্কাউট-এর শতবর্ষ। শতবর্ষ স্মরণীয় করতে ২০১৮ সালে দেশব্যাপী নানা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে "রোভারিং-এর শতবর্ষ, স্টার রোভার স্কাউট" সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ে ০২ অক্টোবর ২০১৮, গাজীপুর জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজে গাজীপুর জেলার বিভিন্ন কলেজ ও মুক্ত ইউনিট হতে দশটি বিভাগে (মুক্ত জ্ঞান - উপস্থিত বক্তৃতা, স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি, একক অভিনয়, দেশাত্মবোধক গান, স্কাউট গান, আঞ্চলিক গান, নৃত্য, সাঁতার, দাবা ও কেরাম) রোভার স্কাউটরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

প্রতিভা অন্বেষনে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের সম্পাদক এ কে এম সেলিম চৌধুরী, স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের যুগ্ম-সম্পাদক কে এম এ এম সোহেল, সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের সহ-সভাপতি ও গাজীপুর জেলা রোভারের সহ-সভাপতি এবং প্রতিভা অন্বেষন কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর এম এ বারী। আরো উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর জেলা রোভারের কমিশনার ও প্রতিভা অন্বেষন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম, জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ সারোয়ার হোসেন, জেলা রোভারের সহকারী কমিশনার মীর মোহাম্মদ ফারুক, আওলাদ মারুফ, এস.এম শামীম আহসান, জেলা রোভার স্কাউট লিডার মোঃ আঃ ছালাম, জেলা রোভারের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোহম্মদ মোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ।

মুক্ত জ্ঞান - উপস্থিত বক্তৃতা, স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি ও একক অভিনয় এই তিন বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন মৌচাক মুক্ত স্কাউট দলেন রোভার স্কাউট নুসরাত জাহান রানি, দেশাত্মবোধক গানে প্রথম স্থান অর্জন করেন পিয়ার আলী কলেজের রোভার স্কাউট মিজানুর রহমান মিরাজ, স্কাউট গানে প্রথম স্থান অর্জন করেন কাজী আজিম উদ্দিন কলেজের রোভার স্কাউট সুবোধ চন্দ্র দাস, আঞ্চলিক গানে প্রথম স্থান অর্জন করেন কাজী আজিম উদ্দিন কলেজের রোভার স্কাউট সঙ্গীত রায় তীব্র , নৃত্য-এ প্রথম স্থান অর্জন করেন কারক মুক্ত রোভার স্কাউট দলের রোভার স্কাউট সুরাজ মাহমুদ, সাঁতারে প্রথম স্থান অর্জন করেন ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের রোভার স্কাউট রাকিব হোসেন, দাবায় প্রথম স্থান অর্জন করেন ভাওয়াল বাদরে আলম সরকারি কলেজের রোভার স্কাউট মাজহারুল ইসলাম ও কেরামে প্রথম স্থান অর্জন করেন মৌচাক স্কাউট উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজের রোভার স্কাউট মোঃ জাহাঙ্গীর আলম। জেলা পর্যায়ে প্রথম তিনজনকে সনদ, মেডেল ও পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী সকল রোভার স্কাউট পরবর্তীতে বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

■ খবর প্রেরক: আওলাদ মারুফ
সিডিএ ও উডব্যাজার
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত; বাংলাদেশ স্কাউটস।

"শতবর্ষে রোভারিং সুনাগরিক প্রতিদিন"

এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রোভারিং এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী প্রতিভা অন্বেষণ শুরু হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ১১নভেম্বর বাংলাদেশ স্কাউটস, রংপুর জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় রংপুর বিভাগীয় পর্যায়ে বাছাই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকাল ১০টায় নগরীর কারমাইকেল

কলেজের রোভার ডেনে, কলেজের অধ্যক্ষ শেখ আনোয়ার হোসেন এর উপস্থিতে পতাকা উত্তলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি কাজী জাকিউল ইসলাম, রংপুর জেলা রোভার সম্পাদক তহিদুল ইসলাম, জেলা রোভার লিডার হাবিবুর রহমান, জেলা

রোভার লিডার প্রতিনিধি মোঃ খালেদুল ইসলাম, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন জেলা থেকে আগত রোভার লিডার বৃন্দ।

উপস্থিত ছিলেন রংপুর বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট শেখ সাদী সহ সকল জেলা থেকে আগত বিভিন্ন ক্যাটাগরীর জেলা পর্যায়ে বাছাইকৃত প্রতিভাবান রোভার ও গার্ল ইন রোভার প্রতিযোগিরা।

মুক্ত জ্ঞান, কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্ববোধ গান, আঞ্চলিক গান, স্কাউট গান, একক অভিনয়, নৃত্য, দাবা, কেরাম ও সাঁতার এই দশটি বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিটি বিষয়ে রংপুর বিভাগের সকল জেলা থেকে ২জন করে প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠান শেষে বিচারকদের মতামতের ভিত্তিতে প্রত্যেক বিষয় থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য ২জন করে প্রতিযোগী বাছাই করা হয়।

সমাপনি অনুষ্ঠানে ফলাফল প্রকাশ করেন রংপুর জেলা রোভারের সম্পাদক তহিদুল ইসলাম, রংপুর বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি কাজী জাকিউল ইসলাম রোভারদের আঞ্চলিক পয়ায়ে সফলতা কামনা করে পতাকা নামানোর মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

■ খবর প্রেরক: মো.আবু হাসনাত
অগ্রদূত সংবাদদাতা
রংপুর জেলা রোভার

মানবিক সহায়তায় রোভার

১০ নভেম্বর দুপুর ২ টায় রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর পুকুরে এক মহিলাকে জ্ঞানহীন অবস্থান পাওয়া যায়।

ইনস্টিটিউটটের রেড ক্রিসেন্ট লিডার মোঃ জুলফিকার রহমান ভবনের দ্বিতীয় তলা থেকে দেখতে পেলে দ্রুত পুকুর ঘাটে চলে আসেন। সে সময় উপস্থিত ছিল রোভার স্কাউট এর সদস্য তানভীর হোসেন, আবু হাসনাত এবং রেড ক্রিসেন্ট এর সদস্য সাজমিয়া মেধা, শারমিন ইসলাম ও ইমতিয়াজ।

রোভার ও রেড ক্রিসেন্ট এর সদস্য ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের সহায়তায় জুলফিকার রহমান মহিলাকে পানি থেকে উঠিয়ে আনেন

এবং তার জ্ঞান ফেরানোর প্রচেষ্টা চালান।

রংপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের এ্যাম্বুল্যান্সে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান রোভার ও রেড ক্রিসেন্ট এর ঐ সদস্যরা। কর্তব্যরত ডাক্তার মিতু সরকার জানান পেশার লো এর কারনে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।

জ্ঞান ফেরার পরে তার থেকে জানা যায়, তার নাম জোসনা আরা বেগম(৩৬) বাসা সিটির ২৩ নং ওয়ার্ডের শালবন এলাকায়। তাঁর স্বামীর নাম আশরাফুল ইসলাম। তাঁর স্বামীকে খবর দিলে তিনি আসেন এবং রোভার ও রেড ক্রিসেন্ট সদস্যরা তাঁর স্বামীর কাছে হস্তান্তর করেন।

■ খবর প্রেরক: মো.আবু হাসনাত
অগ্রদূত সংবাদদাতা
রংপুর জেলা রোভার

রোভারিং এর শতবর্ষ: জামালপুরে সাইকেল র‍্যালী

“শতবর্ষে রোভারিং, সুনাগরিক প্রতিদিন” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে শুরু হলো বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় সাইকেল র‍্যালী। ১৯১৮ সালে ব্যাডেন পাওয়েল রোভার স্কাউটিং চালু করায় ২০১৮ সালে শতবর্ষে পদার্পন করেছে। শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে এ সাইকেল র‍্যালীর আয়োজন করেছে বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল। জামালপুরের সাইকেল র‍্যালীতে জামালপুর জেলার ১০ জন রোভার অংশগ্রহন করে। ০৭ নভেম্বর ২০১৮ জেলা স্কাউট ভবনের সামনে থেকে র‍্যালী শুরু হয়ে ধনবাড়ী-মধুপুর-ঘাটাইল-কালিহাতি-এলেংগা-মির্জাপুর-কালিয়াকৈর-চৌরাস্তা হয়ে শেষ হয় গাজীপুর জেলার বাহাদুরপুর রোভার পল্লীতে। সাইকেল র‍্যালী উপলক্ষে জেলা রোভারের আয়োজনে জেলা স্কাউট ভবনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা রোভরের কমিশনার ও মির্জা আজম কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমানের, কোষাধ্যক্ষ মাসুদুর রহমান কালাম, সম্পাদক জনাব কমল কান্তি গোপ।

■ খবর প্রেরক: মো: হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর

পায়ে হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার অতিক্রম

দীর্ঘ ৯বছর পর "শতবর্ষে রোভারিং, সুনাগরিক প্রতিদিন" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জেলা রোভারের অরুনোদয় মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপের ৫ জন রোভার স্কাউট পায়ে হেটে ১৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে। রোভার শান্ত, রোভার রাকিব,রোভার রিফাত, রোভার লিংকন এবং রোভার আব্দুল্লাহ গত ১৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের উপস্থিতিতে তাঁর অফিস থেকে যাত্রা করেছিল। পদব্রজে ১৫০ কিলোমিটার অতিক্রম করায় তারা পরিভ্রমণ ব্যাজ অর্জন করল। এতে তারা মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি রোভার স্কাউট(পিআরএস) অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে তারা এক ধাপ এগিয়ে রইল। তারা জামালপুর-শেরপুর সদর-ঝিনাইগাতি-বকশীগঞ্জ-পাথরেরচর-রাজিবপুর-দেওয়ানগঞ্জ হয়ে ইসলামপুর এসে ১৫০ কিলোমিটার শেষ হয়। এ উপলক্ষে জেলা রোভারের আয়োজনে সরকারি ইসলামপুর কলেজ ক্যাম্পাসে সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রোভার স্কাউট লিডার মো: সুলায়মান হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা রোভরের কমিশনার ও মির্জা আজম কলেজের অধ্যক্ষ জনাব একেএম মোস্তাফিজুর রহমান মুক্তা, বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জেলার সহকারী পরিচালক স্কাউটার মো: হামজার রহমান শামীম, কোষাধ্যক্ষ মাসুদ হাসান কালাম, গ্রুপ সভাপতি জনাব মো: আশানুর রহমান তুহিন, জনাব মো: মাহবুবুল আলম বাবুল, উপজেলা স্কাউট লিডার মো: রফিকুল আলম, গ্রুপ সম্পাদক মো: সাইফুল ইসলাম। কলেজ কর্তৃপক্ষ রোভার ও অতিথিগণকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয় এবং প্রীতি নৈশ ভোজের আয়োজন করে। পথিমধ্যে রোভার স্কাউটরা বাল্যবিবাহ, মাদক ও ভিক্ষুকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়, ২টি পিকনিক স্পটে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, যাত্রীসেবা, রাজিবপুর বর্ডারহাটে নিরাপদ সড়কের বার্তা, এবং বৃক্ষরোপন প্রভৃতি কাজ করে। পথে পথে সময় কাটায়। তারামন বিবি অসুস্থ অবস্থায় ঢাকায় থাকায় তার পরিবারের নিকঠ থেকে যুদ্ধের অনেক ঘটনা জানতে পেরেছে। তারা ৯টি কলেজ, ১৭টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬টি উপজেলা পরিষদ, ১টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ১টি বর্ডার হাট, বীর মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি -বীর প্রতীক এর বাড়ী পরিদর্শন করে প্রত্যয়ন পত্র গ্রহন করে।

■ খবর প্রেরক: মো: হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর

দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠিত

সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে রোভার স্কাউট গ্রুপ কর্তৃক আয়োজনে বার্ষিক ডে-ক্যাম্প ও দীক্ষানুষ্ঠান সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাসে ২০ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি: বিকেল ৩ টায় রোভার স্কাউট ইউনিটের নবাগত রোভার ও গার্লস ইন রোভার ৩৪ জনকে ১৯ নভেম্বর রাতে ভিজিল সম্পন্ন করা হয়। বিশ্বাসী, বন্ধু, বিনয়ী ও সদয় এ চারটি দলে বিভক্ত করে দীক্ষা প্রদান করা হয়। দীক্ষা প্রদান করেন, রোভার স্কাউট গ্রুপের গ্রুপ সম্পাদক ও আর,এস,এল মহসিন আলী ও কনকেন্দু ভৌমিক, সহকারি আর এস, এস, এল ও ফেরদৌসী আক্তার।

দীক্ষা প্রদানে নবদীক্ষিত রোভার ও গার্লস ইন রোভারদেরকে ব্যাজ ও স্কার্ফ পড়ানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ

ও সভাপতি প্রকৌশলী জনাব আবদুল হান্নান খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ খ.ম রওশন হাবিব, মো: জিয়াউল হুদা(হিমেল), জাতীয় উপ কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস, এমএম কামরুল হাসান, মো: আল আমিন প্রেসিডেন্ট-রোভার স্কাউট)-আরএসএল প্রতিনিধি ঢাকা জেলা। রোভার গ্রুপ সম্পাদক ফ্রেন্ডস ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা। মো: খালেকুজ্জামান খান, এলটি, জেলা স্কাউট লিডার বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ জেলা, মো: আনোয়ার হোসেন, সহকারি পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলা। এছাড়া দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানে আরো উপস্তিত ছিলেন মো: আসলাম হোসেন আর এস, এল মো: হোসেন আলী ছোট্ট-প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও ইউনিট লিডার অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দল, সিরাজগঞ্জ। এছাড়া অত্র কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সকল রোভার ও গার্লস ইন রোভার উপস্থিত ছিলেন।

■ খবর প্রেরক: অগ্রদূত প্রতিনিধি
সিয়াম

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

রাইসা আক্তার রুনা
নিধু স্মৃতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

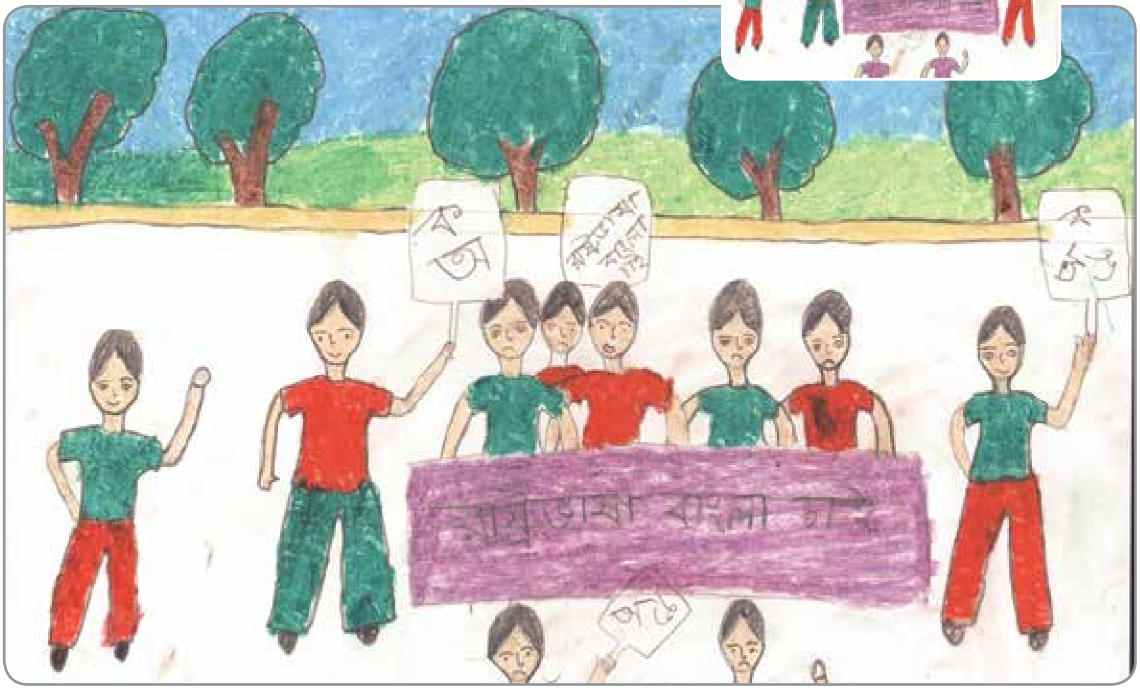

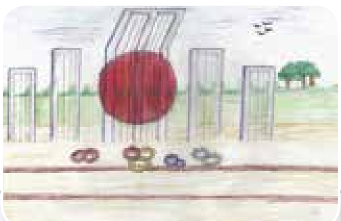

মেহজাবিন জারা
জিনিয়াস ওপেন স্কাউট

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে ?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টির করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের অবসর সময়কে গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 62, Issue 12, December 2018

ISO 9001 : 2000
CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578